'আওসিক্ব উ'রাল ঈমান' গ্রন্থের অনুবাদ

দ্য বন্ড অব ফেইথ

দৃঢ় করো ঈমানী বন্ধন

মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ

অনুবাদ
আহলুল্লাহ মুনীব

সম্পাদনা
হামদুল্লাহ লাবীব

আয়ান প্রকাশন

দ্য বন্ড অব ফেইথ

দৃঢ় করো ঈমানী বন্ধন

মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ

অনুবাদ

আহলুল্লাহ মুনীব

অর্পণ

আমার নানাজি
আলহাজ মুহাম্মদ হাশিম উদ্দীন রহিমাহুল্লাহকে।
তার সমাধিতে আকাশ থেকে শিশির বর্ষিত হোক,
সবুজের আবরণ স্নিগ্ধ রাখুক মাটির সেই ঘরকে।

কিছু কথা

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। হৃদ্যতা ও ভালোবাসা। আমাদের যাপিত জীবনের চেনা কিছু শব্দ। পরিচিত কিছু বন্ধন। যে বন্ধনগুলো মিলে গড়ে ওঠেছে জীবনের বলয়। এর মাঝেই ফিরছি অহর্নিশ। চেতনে অবচেতনে গড়ে ওঠছে আমাদের বন্ধুত্ব। গড়ে ওঠছে হৃদ্যতা; ভালোবাসা। সজ্জন-কুজন–সবার সঙ্গে। ফলে যা হবার, হচ্ছে তাই। ভাগ্যচক্রে দীপান্বিত হচ্ছে কারো চেতনালোক, কেউবা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে। ভ্রান্তির সাগরে।

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বেও ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু নীতিমালা আছে। আছে কিছু দিকনির্দেশনা। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে আছে সাহাবি ও মণীষীদের জীবনের মুগ্ধকর বহু ছবি। এসব নিয়েই এ বই। মূলত এটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা, রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামির সদস্য, মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ রচিত আউসিক্ব উ'রাল ঈমান বইয়ের অনুবাদ। যা 'দ্য বন্ড অফ ফেইথ' নামে এখন আপনার হাতে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আহলুল্লাহ মুনীব
১৪.১.১৪৪৩ হিজরি

সূচিপত্র

ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أما بعد

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থরূপে। আর তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’ [সূরা আলে ইমরান : ১০২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ، وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক সত্তা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।’ [

তিনি আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا .يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। ফলশ্রুতিতে তিনি তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।' [সূরা আহযাব : ৭০-৭১]

প্রিয় পাঠক,

আল্লাহ আমাকে আপনাকে হেফাজত করুন। নিশ্চয় আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং তার দীনের স্বার্থে কারো সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একটি পুণ্যময় ইবাদাত। সর্বাধিক আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের পরিচায়ক। কেননা বান্দার ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন কারো প্রতি তার ভালোবাসা হয় কেবল আল্লাহর জন্য। তাতে থাকে না দুনিয়ার হীনস্বার্থ। আলেয়ার পিছুটান। সে ভালোবাসার ভিত্তি থাকে না অস্থায়ী কোন বস্তুর উপর। কেননা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এতে থাকে না বস্তুগত কোন হেতু। তাদের মাঝে এ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে পারস্পরিক কার্যকারণ থাকে কেবল দুটি–এক. আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। দুই. আল্লাহর জন্যই পরস্পর পৃথক হওয়া। এ কারণেই প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إن أوثق عرى الإيمان ، الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله

> নিশ্চয় ঈমানের সুদৃঢ় বন্ধনের স্বরূপ হলো, আল্লাহর জন্য কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং কারো সঙ্গে আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা। [ত্বাবারানিপ-কাবীর : ১১/২১৫]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে হলো সে বর্ণিত 'হুব ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। তাছাড়া আমি আপনাদের সামনে এর বিভিন্ন আদব ও উপকারিতা তুলে ধরব। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থী। কেননা, সাহায্যকারী ও আন্তরিক বন্ধুর দুষ্প্রাপ্যতার এ যুগে আমাদের প্রয়োজন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মাঝে সমন্বয় সাধন করা।

আল্লাহ তাআলা ইবনুল জাওযীর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন : 'আস্থাভাজনের স্থান শূন্য হয়েছে। দেখা দিয়েছে কতক প্রতারক প্রবঞ্চক। ডাকলে সাড়া দিবে, এ যুগে এমন লোকের দেখা তুমি কমই পাবে। দেখ না, কেউ যদি তার ভাইয়ের কপালে কালিমা লেপন করতে চায়, তাহলে নিজের প্রয়োজনটুকু অন্যের কাছে চেয়ে বসে! কালাবর্তের এ ঝড়ো হাওয়ায় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও তার চাওয়া পাওয়ার ছাপটুকুও মুছে গেছে। বাকি আছে শুধু পূর্বসূরিদের কাহিনি। যদি কোথাও শুনতে পাও ভাইদের ব্যাপারে, যারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের দাবি পূর্ণ করেছে, বিশ্বাস করো না।'

কবি বলেন—

تغير إخوان هذا الزمان وكــل صــديــق عـــــراه خلـــــل

قضيت التعجب من بابهم فصيرت منتظرا لباب الـبدل

এ যুগে ভাইয়েরা অচেনা, প্রতিটি বন্ধুর মাঝে শূন্যতা
আমি তো তাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হতবাক !
প্রহর গুণছি নতুন কারো আগমনের ...

মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ
সদস্য, রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামি

সুন্দর চরিত্র : কুরআনের বাণী

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ١٠٢

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থরূপে এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।' [সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২]

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃজন করেছেন ও তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। যিনি তাদের দুজন হতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নরনারী এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক; এবং তোমরা সতর্ক থাক আত্মীয়তার

> বন্ধনের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' [সূরা নিসা, ৪ : ১]

নিশ্চয় প্রত্যেক মুমিন এবং সৃষ্টিকুল স্রষ্টার কাছে প্রিয় হতে চায়। আর এজন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা-কোশেস অব্যাহত রাখে। তবে হ্যাঁ, তার এ প্রচেষ্টা কখনোই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সাজিয়ে নেয় নবিজির অনুপম চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে। আর নবিজির প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

> নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। [সূরা ক্বালাম, ৬৮ : ৪]

আর এ কারণেই আমাদের সবার অবশ্য কর্তব্য হলো, নিজেদের মগজ ও মস্তিষ্কে নবিজির চারত্রিক দিকগুলো গেঁথে নেওয়া।

আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, ইসলাম হল একটি চারিত্রিক আহ্বান। যার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, উত্তম চরিত্রের ওপর। সুতরাং চারিত্রিক ভূষণ ইসলামের ভিত্তি। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, সুন্দর চরিত্রের অপর নাম হলো দীনে ইসলাম। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ

> 'নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য।' [সহীহ বুখারি, আদাবুল মুফরাদ : ২৭৩; মুসনাদু আহমদ : ৮৭২৯]

হজরত নাওয়াস বিন সামআ'ন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নবিজির কাছে পাপ ও পুণ্যের ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তখন নবিজি তাকে বললেন, 'পুণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র। পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে সন্দেহ জাগায় এবং ব্যাপারটি মানুষ জেনে ফেলুক, এটা তোমার অপছন্দ হয়।

যখন আমরা জীবন কাটাব নবীচরিত্রকে সম্বল করে, তখন দেখব সুন্দর চরিত্র কেবল এক টুকরো মুচকি হাসি আর দুতিনটি মন ভোলানো শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এখানে আছে আরও কিছু। সুন্দর চরিত্র হবে—আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে, ফেরেশতাদের সাথে, সকল মানুষের সাথে।

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুন্দর চরিত্রের মানে হচ্ছে, তাঁর প্রতি সমর্পিত বান্দা হওয়া, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, তাঁর আদেশ নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা।

যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন আদেশ আসবে, আমাদের শ্লোগান হবে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম'। আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলে আমাদের শ্লোগান হবে, 'আমরা শুনলাম এবং বিরত থাকলাম।'

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকবে না। কেউ আল্লাহ্‌ ও

। তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।

নবিজির সঙ্গে সুন্দর আচরণের অর্থ হচ্ছে, তাঁকে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসা, প্রতিটি কাজে তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করা, কোনো বিষয়ে নিজের মতকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর অগ্রাধিকার না দেওয়া এবং নিজের গলার স্বরকে নবিজির চেয়েও উঁচু না করা।

আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সুন্দর আচরণের অর্থ হলো, নিয়মিত তা তিলাওয়াত করা, তার মর্ম ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া, সে অনুযায়ী আমল করা এবং ছোট-বড় সব বিষয়ে কুরআনের আইনকে বাস্তবায়ন করা।

ফেরেশতাদের সাথে সুন্দর আচরণের অর্থ তো প্রতিটি মুসলিমেরই জানার কথা। প্রত্যেকের সাথে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়োজিত কিছু ফেরেশতা। তাদের সবার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব। তারা কখনো তাকে ছেড়ে যায় না। ফেরেশতা তার কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং তার লজ্জা করা উচিত, সে যদি কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে ফেরেশতা অবশ্যই সেটা দেখবে। আর খাতায় লিখে রাখবে। কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে না। তাই আমাদের ভাল কাজের প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। যা আমাদের আল্লাহর প্রিয়ভাজন বানিয়ে দেবে। আমাদের প্রতি আমাদের প্রিয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি এনে দেবে।

মানুষের সাথে ভাল আচরণের অর্থ হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে তুমি হাসিমুখে কথা বলবে। তাদের সাথে নম্র, কোমল ও দয়ালু আচরণ করবে। মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় তাদের আল্লাহর পথে ডাকবে। সে যেই হোক, ভাল কিবা মন্দ। তবে হ্যাঁ, কারো তোষামোদ অথবা চাটুকারিতা করবে না কখনো। আল্লাহ তাআলা হজরত মূসা ও

হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলেন—

فَقُوْلَا لَه قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

> তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। [সূরা ত্বহা, ২০ : ৪৪]

এবার ভেবে দেখ, তুমি তো মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের চেয়ে উত্তম নও। কারণ, তারা দুভাই ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবি। আর যাকে তুমি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, সে তো ফেরআউনের চেয়েও মন্দ নয়। এবার তুমিই ভেবে দেখ, মানুষের সঙ্গে তোমার আচরণ কেমন হওয়া চাই।

প্রিয় বন্ধু,

তোমাদের মধ্যে যে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে চায়, সে যেন অবশ্যই নবিজির আদর্শ বুকে ধারণ করে। কারণ তিনিই আমাদেও নেতা, তিনিই আমাদের আদর্শ। আমাদের প্রেম-ভালোবাসা ও শক্তির প্রতীক। আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

> তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১]

সুতরাং এসো, নবিজির সাজে নিজেকে সাজাই। তাঁর আদর্শে নিজেকে গড়ি।

সুন্দর চরিত্র : নবিজির বাণী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি সঙ্গীদের উৎসাহিত করতেন চরিত্রকে সুন্দর করতে। হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

> 'তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। মন্দের পর ভাল কাজ করে ফেলো, সেটা তাকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো। [জামে তিরমীযি : ১০৯৮৭]

নবিজি আরও বলেন—

أَثْقَلُ شَيْءٍ فِيْ مِيْزَانِ المُؤْمِنِ خُلُقٌ حَسَنٌ

> 'মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় সবচেয়ে ভারী আমল হল সুন্দর চরিত্র। [ইবনু হিব্বান, ১২ : ৫০৯৬]

অন্যত্র তিনি বলেন—

أَحَبُّ عِبَادَ اللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

'আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।' [মুসতাদরাকে হাকিম, ৪ : ৪৪৩]

তিনি আরও বলেন—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

'পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ওই মুমিন যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। তোমাদের মাঝে তারাই সর্বোত্তম যারা তাদের স্ত্রীর কাছে উত্তম।' [জামে তিরমীযি : ১১৬২: মুসনদে আহমাদ : ৭৩৫৪]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ ، صَائِمِ النَّهَارِ

'নিশ্চয় মুমিন তার সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে দিনের সওম পালনকারী ও রাতে তাহাজ্জুদগুজারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৯৮; মুসনাদু আহমদ : ২৩৮৩৪]

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসটি মানুষকে জান্নাতে নিবে বেশি ? তিনি বললেন—

تَقْوَى اللهِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ

'আল্লাহভীতি এবং সুন্দর চরিত্র'।

এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসটি মানুষকে জাহান্নামে নিবে বেশি ? তিনি বললেন—

الفَمُ وَالفَرَجُ

> 'মুখ এবং লজ্জাস্থান।' [জামে তিরমীযি : ২০০৪; সুনানে ইবনু মাজাহ : ৪২৪৬]

নবিজি আরও বলেন—

أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ

> 'যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর, আমি তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহের জামিন রইলাম।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৮০০]

হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ مَنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ: أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ القِيَامَةِ: الثَّرْثَارُوْنَ وَالمُتَشَدِّقُوْنَ، وَالمُتَفَيْهِقُوْنَ

> 'তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, সেই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার খুব নিকটে থাকবে। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য, সে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে। তারা হলো—বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তি।' [জামে তিরমীযি : ২০১৮]

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সচ্চরিত্রবান আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করে। আর নিয়ামাত হিসেবে এটিই যথেষ্ট।

বন্ধু নির্বাচন

নেককার, আল্লাহওয়ালা, খোদাভীরু এবং পরহেজগার-এমন লোকদের সংস্পর্শ মানুষের জন্য কতইনা কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনে! আর কতইনা ক্ষতিকর-অসৎ, দুনিয়ামুখী-বস্তুবাদীদের সঙ্গ।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন—

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه

> ‘আর আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।’ [সূরা কাহাফ : ২৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনু জারীর ত্ববারি রহিমাহুল্লাহ এভাবে করেছেন, (ধৈর্যশীল রাখুন) হে মুহাম্মদ (নিজেকে) আপনার সাথীবর্গের সঙ্গে, (যারা তাদের রবকে ডাকে সকাল-সন্ধ্যায়) তাদের তাসবীহ তাহমীদ তাহলীল দুআ ও তাদের নেক আমলের মাধ্যমে। (তারা চায়) এসবের মাধ্যমে (রবের সন্তুষ্টি) দুনিয়ার কিছু নয়।

হজরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إنَّما مثل الجَلِيْس الصَّالح وجلِيْس السُّوْء، كحامل المسْك، ونافخ الكِيْر، فحامل المسْك : إمَّا أن يُحْذيك، وإمَّا أنْ تبتاع منْه، وإمَّا أنْ تجد منْه رِيْحًا طيِّبةً، ونافخ الكِيْر: إمَّا أن يُحرق ثيابك ، وإمَّا أن تجد منه رِيْحًا منتنةً

> 'সৎ সঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায় ! কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।' [সহীহ বুখারি : ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম : ২৬২৮ : মুসনাদে আহমদ : ৪/২০৮]

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا تصاحبْ إلاَّ مؤْمنًا ولا يأكلْ طعامك إلاَّ تقيٌّ

> 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতিত আর কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোক ভক্ষণ করে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৩২; জামে তিরমীযি : ২৩৯৫]

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الرَّجل على دِيْنِ خليْله، فلْينْظرْ أحدكم من يُخالل

> 'মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে।

> সুতরাং তোমাদের সকলের খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৩৩; জামে তিরমীযি : ২৩৭৮]

হজরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

المرْأُ مع منْ أحبَّ

> 'মানুষ যাকে ভালবাসে সে তারই সঙ্গী হবে।' [সহীহ বুখারি : ৬১৬৯; সহীহ মুসলিম : ২৬৪১; মুসনাদে আহমদ : ৩৯৫১৪]

সৎ ও পবিত্র সঙ্গ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বরকতময় উপদেশ এখানে উপস্থাপন করা হল। যেগুলো সত্যের পথ দেখায়। কল্যাণের আদেশ করে। আগলে রাখে রবের আনুগত্যের পথে।

কবি সত্য বলেছেন—

فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حيـاء وعـفاف وكـرم

قـــولـــه لـلـشـيء لا إن قـلـــت لا وإذا قلت نعم قال نعـم

> বন্ধু যদি হতে চাও, তবে বন্ধু হও লজ্জাশীল,
> মহানুভব, পাকীযা চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির।
> কোন বিষয়ে তুমি যদি বল-না। সেও বলবে- না।
> যদি বল- হ্যাঁ। সেও বলবে- হ্যাঁ।

এক ব্যক্তি দাউদ ত্বাঈ রহিমাহুল্লাহকে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন–বৎস! খোদাভীরুদের সাহচর্যে

থাকো। কেননা তুমি তাদেও যোগান দিবে কম; সাহায্য পাবে বেশি। [মাওয়াকীফু ঈমানিয়াহ : পৃ. ৪৭ (শাইখ আহমদ ফরীদ)।]

আবু ওমর আউফি রহিমাহুল্লাহ বলেন—

ওই ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ কর যার সংস্পর্শ তোমার সৌন্দর্য বাড়ায়। তার সেবা তোমাকে রক্ষা করে। তোমার কষ্টে পাশে থাকে। সুন্দর বিষয়গুলোর প্রশংসা করে। ভুলগুলো ঢেকে রাখে। যদি তুমি কিছু বল, সত্যায়ন করে। আর যদি আক্রমণ করে বস, নিবারণ করে। [মাওয়াকীফু ঈমানিয়াহ : পৃ. ৪৭৭ শাইখ আহমদ ফরীদ]

কবি বলেন—

أنـــت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا

فاصـحـــب الأخيـــار تعـــلـــو وتنل ذكرا جميلا

মানুষের মাঝে তোমার মূল্যায়ন তোমার বন্ধুদের বিবেচনায়।
সুতরাং সজ্জন মানুষের কাছে থাক, মহিমান্বিত হবে।
পাত্র হবে উত্তম আলোচনার।

ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন—

প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যার সংস্পর্শে থেকে কোন কল্যাণের আশা করা যায় না, তারচে কুকুরের সংস্পর্শ অনেক ভালো। অসৎ সংস্পর্শে গেলে নিরাপদ থাকা যায় না। যেমন কেউ মন্দ জায়গায় গেল, অপবাদের তির তার দিকে ছুটবেই।

কুকুর সঙ্গ নিয়েছিল গুহাবাসীর। ফলে ধন্য হয়েছিল তাদের সাহচর্যে। এমনকি আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার বর্ণনা দিয়েছেন

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

> 'তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনের দু'পা বাড়িয়ে আছে।' [সূরা কাহাফ : ১৮]

আবু তালেব সঙ্গ নিয়েছিল আবু জাহেল আর আবু লাহাবের। তারা তাকে জাহান্নামেই নিয়ে ছেড়েছে।

জনৈক এক ব্যক্তি বলেছেন—

فــلا تصحــب أخا الجهــل وإيــاك وإيـاه
فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه
يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه
ولـلشـيء مـن الشـيء مـقـايـيـس وأشـبـاه

> মূর্খের সঙ্গ নিওনা। তুমিও বাঁচো তাকেও বাঁচাও।
> কত মূর্খ আছে সহনশীলের সাথে মিশে তাকে ধ্বংস করেছে।
> ব্যক্তির পরিমাপ হয় সঙ্গীর দ্বারা, যখন চলাফেরা হয় তার সঙ্গে।
> কারণ, প্রতিটি বস্তুর মাপকাঠি বিদ্যমান তার মাঝে, আর তার সাদৃশ্যের মাঝে।

হজরত সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—
যে ব্যক্তি কোন সৎ লোককে ভালোবাসলো সে যেন আল্লাহকে ভালোবাসলো।

হজরত ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন—
মানুষের মাঝে যারা সৎ, গ্রহণযোগ্য আল্লাহ তাআলা তাদের হেফাজত করেন।

হজরত জাফর সাদেক রহিমাহুল্লাহ বলেন—

বন্ধুদের মাঝে যারা কৃত্রিম আচরণ করে তাদের সাথে উঠা-বসা করা আমার কাছে বেশ ভারি বোধ হয়। তাই তাদের থেকে পাশ কেটে চলি। আর যাদের সাথে আমি নিজের মত চলতে পারি, তারা আমার হৃদয়ের অধিক নিকটবর্তী।

তিনি তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন–বৎস, তিন ধরণের মানুষের সংস্পর্শে যেও না—

১. মিথ্যুক। কেননা সে খারাপ মানুষকে কাছে আনে। আর সজ্জনকে দূরে ঠেলে দেয়।

২. পাপাচারী। কেননা তার পাপাচার তোমার মাঝেও সংক্রমিত হবে।

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। কেননা আল্লাহ তাআলা তার উপর অভিশাপ দেন।

কবি সত্য বলেছেন—

علـــيك بإخوان الـثـــقـــات فـــإنـهـــم

قليل فصلهم دون كنت تصحب

ونـــفـــســـك أكـــرمـها وصـنـها فـــإنـها

متى تجالس سفلة الـنـاس تـغـضـــب

তোমার উচিত আস্থাভাজন বন্ধুদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা। কেননা তারা সংখ্যায় নগণ্য। তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চল।
এমন নয় যে তাদের সংস্পর্শে পূর্ব থেকেই থাকতে হবে।
নিজেকে মূল্যায়ন করো। অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো।
কেননা যখন তুমি নীচু লোকদের সাথে উঠাবসা করবে, তখন তুমি রাগান্বিত হবেই।

অপর একজন বলেন—

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
فــكــل قــريــن بــالــمــقــارن يــقــتــرن
اصحب خيــار الــنــاس أيــن لــقــيــتــم
خيــر الصــحــابــة مــن يــكــون ظريفا
والــنــاس مــثــل دراهــم مــيــزتــهــا
فــرأيــت فــيــهــا فــضــة و زيــوفــا

ব্যক্তি নয়, জানো তার সঙ্গী সম্পর্কে।
কারণ প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর অনুগমণ করে।
সুতরাং ভালো মানুষের দেখা যেখানেই পাও,
তার সাহচর্য গ্রহণ করো।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম বন্ধু।
মানুষকে তুমি ভাগ করতে পারবে দিরহামের ন্যায়।
দেখবে তার কিছু খাঁটি রূপার, আর কিছু খাদ মিশ্রিত।

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শর্ত

প্রিয় ভাই,

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না। বন্ধুত্বের জন্য চরিত্রবান ও গুণধর কাউকে বেছে নিতে হয়। যে গুণগুলো তার সান্নিধ্যে যেতে আগ্রহী করে তোলে। পার্থিব কোন গুণের অধিকারী হতে হবে, তা নয়। যার ফলে তুমি তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। এমনও নয় যে, সে খুব মিশুক। ভাল সঙ্গ দিতে পারে। অথবা বেশ বাকপটু।

বরং তার গুণগুলো আরও উন্নত। মহিমান্বিত। তা হচ্ছে পরকালীন বৈশিষ্ট্য। আর তার মাঝে থাকবে আরো কিছু গুণের সমাহার। সে হবে বিপদের অবলম্বন। দুর্যোগে শক্তি। আর সুপারিশের প্রতীক্ষা।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

সত্যবাদীদের সংস্পর্শ গ্রহণ করো। তাদের ছায়ায় জীবন কাটাও। কেননা তারা সচ্ছলতার সৌন্দর্য। বিপদের আশ্রয়। সর্বদা তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে সুধারণা রাখো। যতক্ষণ না তোমার

সঙ্গে এমন কোন আচরণ করে, যা তোমাকে তার প্রতি আড়ষ্ট করে তুলে। তোমার শত্রু থেকে দূরে থাকো। বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে সতর্ক হও।

জেনে রাখো, সে বিশ্বস্ত নয়, যে আল্লাহকে ভয় করে না। আর পাপাচারীর সঙ্গে পথ ধরো না। নইলে তুমিও পাপ করতে শিখবে। তাকে তোমার গোপন বিষয় বলে দিওনা। প্রতিটি বিষয়ে এমন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করো যে আল্লাহকে ভয় করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের একজন বলেছেন—

বন্ধুদের দল ভারী কর। কেননা প্রতিটি মুমিনের রয়েছে সুপারিশ করার অধিকার।

হজরত ইয়াহয়া ইবনু মুআ'য রহিমাহুল্লাহ বলেন—

সে সবচে নিকৃষ্ট বন্ধু, যাকে একথা বলতে হয়–'তোমার দুআয় আমাকে স্মরণ রেখো'। কিংবা যাকে তোষামোদ করে চলতে হয়, অথবা উজর পেশ করতে হয়।

হজরত জাফর রহিমাহুল্লাহ সঙ্গীদের বলতেন—

তোমাদের কেউ কি তার ভাইয়ের পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা মনে চায় নিতে পারবে ? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তাদের যেমন ভাবছ তেমন নয়।

প্রিয় ভাই,

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের জন্য আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

১। বিবেক সম্পন্ন হওয়া—

কেননা মানুষের বিবেক তার মূলধন। নির্বোধের সাথে বন্ধুত্ব

আর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে কোন কল্যাণ নেই। বরং সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে।

২। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া—

তুমি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তাকে হতে হবে উত্তম চরিত্র আর উন্নত রুচিবোধের অধিকারী। পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ ও চরিত্রহীনের শত্রুতা ও বিদ্বেষের ব্যাপারে না শংকামুক্ত থাকা যায়, না তার উপর আস্থা রাখা যায়।

৩। কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া—

তোমার বন্ধুকে হতে হবে কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী। বিদআত ও কুসংস্কার থেকে যোজন দূরত্বের অধিবাসী। নইলে বিদআতি বন্ধুর অশুভ প্রভাব তোমার ওপরও পড়বে।

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি

প্রিয় ভাই, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, তার দীনের স্বার্থে বন্ধুত্ব স্থাপন, ইসলামের মূল ভিত্তি সমূহের একটি। এই বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা বা ছিন্ন করার ব্যাপারে বান্দার কোন কর্তৃত্ব নেই। কারণ এগুলো অন্তরের বিষয়। আর অন্তর আল্লাহর কুদরতি হাতে। তিনি অন্তরকে যেভাবে চান আবর্তিত করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا

> 'তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেছ।' [সূরা আলে ইমরান : ১০৩]

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ .

> 'হে নবী ! যদি আপনি জমিনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে প্রীতি

স্থাপন করে দিয়েছেন।' [সূরা আনফাল : ৬]

ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও পারস্পরিক মেলবন্ধন, বিষয়টি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। আর এগুলো একটি মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সফলতার মূল চাবিকাঠি। রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। তারপর তিনি যে অভূতপূর্ব কাজটি করেন, ইতিহাস তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে। তিনি মুহাজিরদেরকে আনসারদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

আল্লামা ইবনুল ক্বায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

হজরত আনাস ইবনু নযরের গৃহে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন নব্বই জন। অর্ধেক আনসার অর্ধেক মুহাজির। আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও তারা বদরযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর পর একে অপরের মিরাস লাভ করতেন। অতঃপর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রেখে মিরাস প্রাপ্তির বিধান রহিত করে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَأُولُوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ

> 'আর (মিরাসের ক্ষেত্রে) আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয় স্বজনরা একে অপরের নিকটতর।' [সূরা আহযাব : ৬]

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি তারা লাভ করেছিলেন আল্লাহ তাআলার স্তুতি ও প্রশংসা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ، وَ الَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا.

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে।' [সূরা ফাতাহ : ২৯]

অন্যত্র বলেন—

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

'আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাসরূপে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে এর জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। [সূরা হাশর : ৯]

কবি বলেন—

بلغ الأشواق والحب الصحابة

سادة القوم والقوم أرباب النجابة

هم حماة الدين أبطال الردى

بــل لــيــوث بـــدر بــل أســـود غـابـةْ

প্রেম ও ভালোবাসার নিবেদন পূর্ণ করেছেন,
তারা সাহাবায়ে কেরাম।
গোত্র-সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন,
আভিজাত্যের মুকুট পরেছেন;
তারা সাহাবায়ে কেরাম।
তারা দীনের রক্ষক, লড়াকু যোদ্ধা ময়দানের।
বরং বদরের বীরকেশরী-শার্দূল অরণ্যের।

চিত্তাকর্ষক দুটি ঘটনা

প্রথম ঘটনা

হজরত ইবরাহিম ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দাদা হতে পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা যখন মদীনায় আগমন করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনু রাবি' রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিলেন।

হজরত সা'দ আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আমি আনসারদের মাঝে সবচেয়ে সম্পদশালী। আমার সম্পদের একভাগ আপনি নিয়ে নিন। আর আমার দুজন স্ত্রী আছে। তাদের মধ্য হতে কাকে পছন্দ হয় দেখুন ? তার নাম বলুন। আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই। তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদের মাঝে বারাকাহ দান করুন। আপনাদের বাজার কোথায় ?

তারা তাকে বনু কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। ঘরে ফিরলেন কিছু পনির ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে। এরপর প্রতিদিন সকালবেলা বাজারে যেতে লাগলেন। একদিন নবিজির কাছে এলেন, তার শরীর ও কাপড়ে ছিলো হলুদ রঙের ছাপ।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কী ব্যাপার?

আব্‌দুর রহমান ইবনু আউফ রা. : আমি বিয়ে করেছি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : তাকে কী পরিমাণ মোহর দিয়েছ?

আব্‌দুর রহমান বিন আউফ রা. : একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ (স্বর্ণ)। [যাদুল মাআ'দ : ২/৫৬ আল্লামা ইবনুল ক্বায়্যিম]

দ্বিতীয় ঘটনা

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة ،جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم إقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويـة ، فهم مني ، و أنا منهم.

> হজরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আশআরি গোত্রের লোকেরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কিংবা মদীনায় তাদের পরিবার-পরিজনের খাদ্যসংকটের সময় তাদের খাবার একটি কাপড়ে জমা করে। তারপর একটি পাত্র দিয়ে সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। সুতরাং তারা আমার মধ্য থেকে, আমিও তাদের মধ্য থেকে। [সহীহ বুখারি : ৩৭৮০; জামে তিরমীযি : ১৯৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯০৭]

সত্যিই ! তাদের মাঝে এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার উদাহরণ। সঠিক ও যথার্থ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অনন্য নিদর্শন। মুসলিম সমাজে উদ্ভূত নানা সমস্যার সহজ সমাধান। ভ্রাতৃত্ব ও অকৃত্রিম ভালোবাসার এ বন্ধন ছিলো সকল রং, বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তাবাদের বন্ধনের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী।

বদরযুদ্ধ মুখোমুখি করে দিয়েছিল পিতা-পুত্রকে। বিশ্বাস তাদের মাঝে টেনে দিয়েছিল পার্থক্যের রেখা। ফলে তরবারি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়।

এ যুদ্ধ নানা আশ্চর্য দৃশ্যের মুখোমুখি করেছে আমাদের। যেখানে আমরা দেখতে পাই, সকল কিছুর মাঝে বিশ্বাসের শক্তিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে। নাঙাভূখা, ঈমানের বলে বলিয়ান মুষ্টিমেয় সাহাবাকে দেখতে পাই সম্মুখসারিতে বীরবিক্রমে লড়ছেন। কেউ অগ্রসর হচ্ছেন অথবা কৌশল বদলে পেছনে হটছেন কেবল ইসলামের কল্যাণেই।

এ যুদ্ধেই হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দুরাচার মামাকে হত্যা করেন। উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার শেষ ফয়সালা করেন। সায়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ময়দানে পুত্র আব্দুর রহমানকে (যে তখনও ছিল মুশরিকদের দলে) লড়াইয়ের জন্য হাঁক দিয়ে বলেন, এই খবিছ ! আমার সম্পদগুলো কী করেছিস ?

সে বলে, একটি তরবারি আরেকটি তেজি ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আরেকটি কাঁচি আছে, সেটি দিয়ে বার্ধক্যের শুভ্রতা কেটে ফেলি। [আর রাহীকুল মাখতুম : পৃ. ১৯৩ মাওলানা মুবারকপুরি]

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হজরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন, তার ভাই আবু আযীয মুসলিমদের হাতে বন্দি। তিনি এক আনসারি সাহাবিকে বললেন, তার দু'হাত ভাল করে বাঁধো! তার আম্মা অনেক সহায়-সম্পদের মালিক। হয়তো তিনি তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

আবু আযীয বলে উঠল, 'ভাইয়ের ব্যাপারে এই কি তোমার সুপারিশ!'

মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে আনসারিই এখন আমার ভাই, তুমি নও! [মাসদারুস সাবিক্ব-১৯৩পৃষ্ঠা]

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কিছু দাবি

প্রিয়,

আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুন। আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কিছু দাবি রয়েছে। যেগুলো খেয়াল রাখা ও যথার্থরূপে আদায় করা একান্ত প্রয়োজন। তোমার ওপর তোমার মুসলিম ভাইয়ের কিছু হক রয়েছে। যেমন তোমার জান ও তোমার সম্পদে তারও হক রয়েছে।

তার ব্যাপারে মন্দ কথা না বলা। ভুল হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। তার জন্য দুআ করা। তার একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হওয়া। তার দুঃখ লাঘব করা। আচরণে কৃত্রিমতা পরিহার করা। এগুলোও তার হক ।

তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণকে তুমি তোমার প্রয়োজন কিংবা তারচে গুরুত্বের চোখে দেখবে। প্রয়োজনের সময় তার খোঁজ খবর নেবে। দেখেও চোখ বুজে থাকবে না। যেমনটি নিজের সময় করো না। তাকে রাখবে নিজের স্থানে। তোমার সম্পদে

তাকেও শরিক করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—
একদিন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, আমি আল্লাহর জন্য আপনার সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়তে চাই।

তিনি বললেন, তুমি জান, ভ্রাতৃত্বের দাবি কি ?
লোকটি বললো, বলে দিন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার দিনার-দিরহামে তোমার চেয়ে আমার হক থাকবে বেশি !

লোকটি বললো, আমি এখনও ওই পর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে যেতে পার।
[মিনহাজুল মুসলিম : পৃ. ১২৩ শাইখ আবু বকর জাযাইরি]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> এমন একটি যুগ এলো, (ইসলাম আসার পর) আমাদের মাঝে কাউকে দেখি না নিজের দীনারে তার মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। [ওয়াসায়ার রাসূল : ২/১০৮ (শাইখ সা'দ ইউসুফ]

বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন

> তাদের একজন একটি লুঙ্গি তার ভাই ও নিজের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছিলেন। [প্রাগুক্ত : ২/১০৮]

কবি বলেন—

إن أخاك الحق من كان معك
ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك
شتت فيه شمله ليجمعك

তোমার ভাই তো সে, যে তোমার সাথে রয়,
তব উপকার চেয়ে নিজেরে করে ক্ষয়।
বিপদাপদে কে তোমায় আগলে রাখে ?
তোমার সুরক্ষায় হন্তদন্ত ছুটে।

অন্য একজন বলেন—

وكان الناس إخوان الرخاء و إنما
أخوك الذي آخاك عند الشدا ئد

সবাই তো সুসময়ের বন্ধু
কিন্তু ভাই তো সেই, যে দুঃখের দিনে গাঁটছাড়া বাঁধে।
আপনাদের বাজার কোথায় ?

সম্পদের মাঝে ভাইয়ের অধিকার
কিছু চিত্তাকর্ষক দৃশ্য

হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর হাকীম বিন হিযাম রহিমাহুল্লাহ তার পুত্রের সাথে দেখা করে বললেন, আমার ভাই কী পরিমাণ ঋণ রেখে গেছে ?

দুই কোটি !

হাকীম বিন হিযাম বললেন, তার মধ্য হতে আমি এক কোটি শোধ করব !!

হজরত আমের রহিমাহুল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। তিনি আবু হাযেম, সাফওয়ান বিন সালীম, সুলাইমান বিন সাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর মত লোকদের সেজদার অপেক্ষা করতেন। তারপর দিনার-দিরহাম ভর্তি থলে নিয়ে তাদের জুতার কাছে রেখে দিতেন। তারা সেজদায় তা টের পেতেন। কিন্তু কোথা থেকে এল, তার কিছুই বুঝতেন না।

হজরত উসামা ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র যাইনুল আবেদীন রহিমাহুল্লাহ এলেন তার শয্যাপাশে। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহাম্মাদ কাঁদতে

লাগলেন। তিনি কারণ জানতে চাইলেন।

মুহাম্মদ বললেন, আমার কিছু ঋণ আছে।
কী পরিমাণ ?
পনেরো হাজার দিনার।
আমি সেটা শোধ করে দেব।

বিখ্যাত ফকীহ মাসরুক্ব রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মানুষের বড় বড় ঋণের বোঝা শোধ করে দিতেন। একবারের ঘটনা, তার ভাই খায়সামা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি অগোচরে তার ঋণ শোধ করে দিলেন। খায়সামাও গিয়ে মাসরুক্বের ঋণ শোধ করলেন তাকে না জানিয়েই। [আল-ইহইয়া : ২/১৮৯]

আবু ইসহাক আক্বরা' রহিমাহুল্লাহ বলেন—

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দেখলাম প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল বদনে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ঘর থেকে বেড়িয়ে আসতে। ঘটনা কী? জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলেন, আরে কেনইবা খুশি হব না? উয়াইনার বেটা তো আমাকে চল্লিশটি হাদিস শুনিয়েছে সাথে খেজুর-ঘির মিষ্টিও খাইয়েছে। [লাত্বাইফুল মাআ'রিফ : পৃ. ২৬০]

ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর মুসেল বিজেতা একদিন বন্ধু ঈসা আত্তাম্মারের বাড়িতে গেলেন। তাকে পেলেন না। তাই বাড়ির দাসীকে ডেকে বললেন, আমার ভাইয়ের টাকার থলেটা বের কর তো দেখি !

দাসী টাকার থলে বের করে দিলে তিনি দুটি দিরহাম নিয়ে ফিরে গেলেন। এদিকে ঈসা বাড়ি ফিরে এলেন। ঘটনা শুনতে পেয়ে দাসীকে বললেন, যদি তুমি সত্য বলে থাক, তাহলে তুমি মুক্ত! দিরহাম গুণে দেখলেন ঘটনা সত্যি। খুশি হয়ে মুক্ত করে দিলেন দাসীকে। [মিনহাজুল ক্বাসিদীন-৯২পৃষ্ঠা(ইবনু কুদামাহ)]

প্রয়োজন পূরণে অন্যকে প্রাধান্য দাও

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কেউ কিছু চাইত, তিনি তাকে দিতেন। একবার এক লোক তাঁর কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত সমস্ত মেষ দিয়ে দিলেন। তখন সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে বলল, 'হে আমার কওম! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও, কেননা মুহাম্মাদ এমনভাবে দান করেন যে, পাছে তিনি দারিদ্রের ভয় করেন না।'

কখনো লোকেরা সম্পদ পাবার আশায়ও ইসলামে বিভাসিত হত; কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা যেত ইসলাম এখন তার কাছে দুনিয়া কিংবা তার চেয়েও বেশি প্রিয়।

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, একবার তাঁরা একটি বকরী জবাই করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কতটুকু বাকি আছে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কাঁধের অংশটুকু বাকি আছে।'

এরপর নবিজি বললেন, 'কাঁধের অংশ বাদে সবটুকুই বাকি আছে।'

অর্থাৎ, তাঁরা কাঁধের গোশত রেখে বাকিটুকু দান করে দিয়েছিলেন। তাই নবিজি বলেছেন, আখিরাতে আমাদের জন্য ওইটুকু ছাড়া সবই বাকি থাকবে।

হজরত সাহল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক মহিলা নবিজির জন্য হাতে একটি বোনা চাদর নিয়ে এলেন। তিনি এসে নবিজিকে বললেন, 'আপনার পরিধানের জন্য এটি আমি নিজ হাতে বুনেছি।' নবিজির একটি চাদর প্রয়োজন ছিল বিধায় তিনি সেটি খুশি মনে গ্রহণ করলেন। তিনি সেটি লুঙ্গির মত পরে আমাদের কাছে এলেন। এমন সময় একজন বললেন, 'বাহ্ ! কী চমৎকার। এটি আমাকে দেবেন ?' নবিজি নিঃসংকোচে বললেন, 'হ্যাঁ।' এরপর নবিজি মজলিস থেকে বেরিয়ে সেটি খুলে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাকে বলতে লাগলেন, 'কী সুন্দর ! নবিজি প্রয়োজনে সেটি পরেছেন আর তুমি সেটি চেয়ে নিলে। অথচ তোমার তো জানা আছে, নবিজির কাছে কিছু চাইলে তিনি না করেন না।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি গায়ে দিব এ কারণে সেটা চাইনি। বরং চেয়েছি কেবল তা যেন আমার কাফন হয়।' হজরত সাহল বলেন, 'পরে সেটি তার কাফন হয়েছিল।' [সহীহ বুখারি, কিতাবুল জানাইয : ১২৭৭]

আবু জাহাম বিন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়ারমুক যুদ্ধে আমি এক মশক পানি নিয়ে চাচাত ভাইয়ের সন্ধানে বের হই। মনে মনে বলছিলাম, শেষ নিঃশ্বাস বাকি থাকলে পানি পান করাব। হঠাৎ তাকে পেয়ে গেলাম ! পানি পান করাব কিনা জিজ্ঞেস করতেই ইশারায় হ্যাঁ বললেন। আমি তাকে পানি দিচ্ছি এমন সময় কাছেই এক ব্যক্তি মৃত্যুযন্ত্রণায় আহ..আহ... করে উঠলেন। আমার চাচাতো ভাই তার শব্দ শুনে তাকে প্রথম পানি পান করাতে ইশারা

করলেন। গিয়ে দেখি হিশাম ইবনু আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু।

পানি দিব ?

ইশারায় বললেন : দাও।

এমন সময় তিনি আরেকজনের পিপাসার কাতরধ্বনি শুনতে পেলেন। হিশাম আমাকে তার নিকট চলে যেতে বললেন। কাছে গিয়ে দেখি তিনি ইতোমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছেন। ফিরে এলাম হিশামের কাছে, দেখি তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। চাচাতো ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন।

ওহিমাহুমুল্লাহ।

আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন।

ইসলামের সোনালি যুগের কারো কারো ব্যাপারে এমনও বর্ণিত আছে, যারা বন্ধুর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়েদের খোঁজ খবর নিতেন। তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেন। প্রতিদিন তাদের কাছে আসতেন। নিজের সম্পদ থেকে তাদের দিতেন উজাড় করে। ফলে মৃতের সন্তানরা কেবল পিতার দেহেরই শূন্যতা অনুভব করতো। কখনো তো এমনও হতো, বাবার জীবদ্দশায় যতটুকু না আদর তারা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি পেত বাবার বন্ধুর কাছ থেকে।

তাদের একজনের ঘটনা শুনাব। তিনি প্রতিদিন মৃত বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতেন। হাঁক ছেড়ে বলতেন, এ-ই ! তোমাদের তেল লাগবে ? লবণ লাগবে ?

কিছু লাগবে কি ?

আমাদের থেকে এই সুন্দর গুণগুলো কোথায় উবে গেলো ?

হায়, কোথায় যাইতুন গাছ , আর কোথায় লতাগুল্ম !!

কবি বলেন—

لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم
ليس السليم إذا مشى كالمقعد

তাদের স্মরণ মাঝে আমাদের এনে লজ্জা দিও না ।
বাঁকা হয়ে হাঁটলে তো সুস্থ বলা যায় না!

অন্য একজন বলেন

تاريخنا من هاؤلاء مبداه
فما عداه فلا ذكر ولا شان

আমাদের ইতিহাসের শুরুটা এদের থেকেই,
অন্যদের মর্যাদাও নেই, স্মৃতিচারণও নেই।

বিশ্বস্ত হও

বিশ্বস্ততার অর্থ হচ্ছে সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখা। দীর্ঘ করা। এই হৃদ্যতা আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়বে না। রূঢ়তায় কমবেও না। এই হৃদ্যতা অটুট থাকবে মৃত্যুর পর অবধি। মৃত্যুর পর ভালোবাসা থাকবে তার সন্তান ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি। এর মাধ্যমে কামনা করবে আখিরাতের প্রতিদান।

আর যদি বন্ধুর মৃত্যুর পূর্বেই সম্পর্ক ছিন্ন কর, তাহলে তো তোমার আমল নষ্ট হলো। শ্রম পণ্ড হলো। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

رجلان تحابا في الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه

> (কিয়ামাতের দিন আরশের ছায়াতলে জায়গা পাবে এমন দু'ব্যক্তি) যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। আল্লাহর জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহর জনই পৃথক হয়। [সহীহ বুখারি : ১৪২৩; সহীহ মুসলিম : ১০৩১]

ইসলামের পূর্ব থেকেই নবিজি বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবিজি মানুষের সাথে যেমন বিশ্বস্ততা ও

সত্যবাদিতার আচরণ করতেন, তেমনি এ সম্পর্ক বজায় থাকত তাঁর রবের সাথেও। সুতরাং আমাদের জীবনকেও সাজিয়ে নিতে হবে এ মহৎ দুটি গুণে।

ইসলামের পূর্বে মক্কার লোকেরা নবিজিকে এ বিশ্বস্ততার গুণেই চিনত এবং নবিজির ওপর তারা নানা বিষয়ে নির্ভর করত। কারো কাছে কোনো মূল্যবান দ্রব্য থাকলে সেটা সে নবিজির কাছে গচ্ছিত রেখে তবেই নিশ্চিন্ত হত। আর নবিজিও সেগুলো নিজের কাছে পূর্ণ যত্ন নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এমনকি যখন মক্কাবাসীরা নবিজিকে অস্বীকার করল এবং তাঁকে দূরে ঠেলে দিল, তখনও তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত তাদের সম্পদের হেরফের করেননি। যখনই মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তার দ্রব্য ফেরত চেয়েছে, তাকে তার সম্পদ পাইপাই করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এক সময় মুসলমানদের ওপর মক্কার মূর্তিপূজক কাফেরদের অত্যাচার ভীষণ বেড়ে গেল। রাত নেই দিন নেই যখন যাকে পাচ্ছে মারছে, গালিগালাজ করছে, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখছে। এমনকি কাউকে উত্তপ্ত লাল টকটকে লোহার দণ্ড দিয়ে বুকে পিঠে ছেঁকা দিচ্ছে। শুঁলিতে চড়িয়ে হত্যাও করছে।

তারা নবিজিকে হত্যার চূড়ান্ত ছকও এঁকে ফেলেছিল। মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। এক সময় আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেল। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে মদীনাতে হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। তখনও নবিজির কাছে এমন লোকদের সম্পদ গচ্ছিত ছিল, যারা ফন্দি এঁটেছিল তাঁকে হত্যার করার।

নবিজি মক্কা থেকে রাতেই বিদায় হবেন। কিন্তু তাঁর কাছে এখনও অনেক দ্রব্যাদি গচ্ছিত আছে। এগুলো কীভাবে মালিকের

কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় ? তিনি একটি বুদ্ধি করলেন। চাচাত ভাই আলি ইবনু আবি তালিবকে ডেকে বললেন, আজ রাত তুমি আমার বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দাও। সকালে গচ্ছিত দ্রব্যগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। যাতে লোকেরা এটা ভাবতে না পারে, মুহাম্মাদ আমানতের ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি।

সকালে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেককে তার জিনিস বুঝিয়ে দিলেন। তারা ভেবে অবাক হলো, এ কঠিন বিপদের মুহূর্তেও মুহাম্মাদ তাদের কথা ভুলে যাননি। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করতে চাইছে !

তাই নবিজিও অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন সত্যবাদী হতে। বিশ্বস্ত হতে। তিনি বলতেন, 'তোমরা ছয়টি বিষয়ের প্রতি দায়িত্ববান হও, আমিও তোমাদের জান্নাতের ব্যাপারে জিম্মাদার হব।' সে ছয়টির একটি হলো, 'তোমাদের কাছে আমানত রাখা হলে তা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেবে।'

আমাদের আশপাশের লোকজন যদি বিশ্বস্ত না-ও হয়, তবু নবিজি আমাদের বলেছেন বিশ্বস্ত হতে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

أَدِّ الأَمانة إلىٰ منْ ائْتمنَك ولا تَخُنْ منْ خانَك.

> 'কেউ তোমার কাছে আমানত রাখলে তা তার কাছে ফেরত দাও। যে তোমার সাথে খিয়ানত করেছে, তার সাথে খিয়ানত করো না।' [মুসনাদে আহমদ : ২২২৫১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতের জিনিস নষ্টের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন—

آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخْلف وإذا اؤْتمن خانَ

> 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। দুই. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। তিন. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। [সহীহ বুখারি : ৩৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন—

لاْ إِيْمان لمنْ لاْ أمانة له ولاْ ديْن لمنْ لا عهْد له

> 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও ঠিক নেই। যার আঙ্গিকার ঠিক নেই তার দীনদারীও নেই।' [মুসনাদে আহমাদ : ৪৪৯৭৫]

বিশ্বস্ততার আরেকটি দিক হলো, মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের পরিধির বিস্তৃতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনটিই পরস্পরের বিনয়ভাবের মাঝে পরিবর্তন আনবে না।

একজন শক্তিমান বিশ্বস্ত নবি
হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম জালিম ফেরআউনের কবল থেকে বাঁচতে নিজ মাতৃভূমি মিসর ছেড়ে মাদয়ান নগরীতে এসে পৌঁছেছেন। তিনি দেখলেন, দুজন নারী তাদের গবাদিপশুর পাল নিয়ে কূপের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তারা রাখালদের পালা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম এটা দেখে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুরুষদের ভিড় থেকে রক্ষা করতে তিনি নিজেই তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন। তারপর একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসলেন।

কুরআনুল কারীমে এরপরের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ٢٥ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ٢٦

তখন মেয়ে দুটির একজন লজ্জা জড়িত পায়ে তার কাছে এল এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ

করছেন, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। এরপর মূসা তার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ভয় করো না। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গিয়েছ। মেয়েদের একজন বলল, হে পিতা ! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' [সূরা ক্বাসাস, ২৮ : ২৫,২৬]

হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাজি শুরাইহ বলেন, যখন মেয়েটি বলেছিল, 'আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' তখন তার পিতা তাকে বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারটি তোমাকে কে বলল ?' তখন মেয়েটি বলেছিল, 'দশজন মিলে যে পাথর সরাতে হয় সে একাই সেটা সরিয়েছে। আর আমি তার সাথে যখন আমরা বাড়ির পথে পা বাড়াই এবং তার সামনে চলে আসি. তখন সে বলে, তোমরা আমার পেছন পেছন আসো। রাস্তা মোড় নিলে নুঁড়িপাথর ছুঁড়ে পথ দেখিয়ে দেবে। এতে আমি বুঝে নেব রাস্তা কোন দিকে। আমি সেদিকেই চলব।'

বিরল দৃষ্টান্ত

কাদিসিয়ার যুদ্ধ।[১] বিজয় মুসলিমবাহিনীর পদচুম্বন করেছে। পারসিকদের গর্ব-দম্ভ সব চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুসলিম সেনাপতি হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু[২] বসে আছেন পারস্য সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদে। তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি একত্র করার আদেশ দিয়েছেন। যাতে বিজয়ীবাহিনীর মাঝে তাদের প্রাপ্য অংশ সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায়। আর বাকিটুকু পাঠিয়ে দেওয়া যায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। আদেশ পেয়ে সবাই কাজে নেমে পড়ল। এমন সময় একজনকে দেখা গেল কাঁধে ইয়া বড় এক বোঝা নিয়ে আসছে। তার গায়ে এখনও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম। এখনো হয়তো স্থির হওয়ার কোন ফুরসত জুটেনি তার। সে তার বোঝাটি নামিয়ে রাখলে সবার চোখ কপালে উঠল। একি দেখছে তারা! এখানে মূল্যবান হিরা-জহরত, মণি-মুক্তার মেলা। একজন দুজন করে সবার কাছে চাওড় হয়ে গেল ঘটনা। সবাই ঘাড় উঁচিয়ে

১. কাদিসিয়া। ইরাকের একটি বিখ্যাত অঞ্চল। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে সেখানে সংঘটিত যুদ্ধটিও এ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তৎকালীন পরাশক্তি পারস্যকে পরাজিত করে এক অবিশ্বাস্য বিজয় ও বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করেছিল।
২. হজরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন।

দেখছে। কিন্তু ব্যতিক্রম বোঝাবহনকারী লোকটি। তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এত বড় বোঝা বয়ে এনেছে, তাই সে ক্লান্ত। এক উটকো ঝামেলা। বোঝাটি চোখে না পড়লে সে বরং বেঁচে যেত।

বিস্ময়ের আতিসহ্যে সবাই একসাথে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কোথায় পেলে তুমি এটা ?'

'যুদ্ধে অমুক স্থানে পেয়েছি।' লোকটির নির্লিপ্ত সাদামাটা উত্তর।

'তুমি কিছু রেখে দাওনি তো।' তাদের বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি।

'আল্লাহ্ তোমাদের ভ্রান্তি দূর করুন। এগুলো কেনো, পারস্যের যাবতীয় সম্পদ আমার কাছে কর্তিত নখের বরাবরও নয়।'

'এতে যদি মুসলমানদের হক জড়িত না থাকতো তবে আল্লাহ্র কসম, আমি ওটা ছুঁয়েও দেখতাম না।' বোঝাবহনকারীর শান্ত জবাব।

আমি নিতে চাইলে কিছু কেন পুরোটাই সরিয়ে রাখলে তোমরা জানতে কীভাবে ?

এবার লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের কণ্ঠ ভারী হয়ে এল।

'আপনি কে জনাব ? আপনার পরিচয় জানতে পারি ?'

'না না, ও জেনে তোমাদের লাভ নেই। আমি আমার পরিচয় বলব না। তোমরা আমার সুনাম গাইবে, খ্যাতি ছড়াবে। জেনেশুনে কেউ এমন ফাঁদে পড়ে ?'

'আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। তাঁর কাছে এর প্রতিদান চাইছি।'

কথাগুলো বলেই তিনি সেখান থেকে সরে পড়লেন। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

লোকটির পরিচয় জানতে একজন তার পিছু নিল। লোকটি এক জায়গায় এসে থেমে গেল। অনুসরণকারী দূর থেকে তাকে দেখিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কে, বলতে পারো ?'

সে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি তাকে চেনো না ! তিনি বসরার বিখ্যাত আবেদ মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' আল আযদী।'

বিশ্বস্ততার প্রতিদান

এক বাদশাহ বের হয়েছেন রাজ্যভ্রমণে। প্রজাদের হাল হাকীকত নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা তার। চলতে চলতে বহু দূর চলে এসেছেন তিনি। তার শরীরে ক্লান্তি ভর করেছে। ক্ষুধা পেটের ভেতর প্রতিক্ষণ নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তিনি একটি গাছের নিচে বসলেন জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। ঝিরি ঝিরি বাতাস তার শরীর মন জুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাসাদের মখমল জড়ানো নরম তুলতুলে বিছানার চেয়ে গাছতলা তার কাছে মোটেও খারাপ লাগছে না। এই বরং ভালো। হা করে অনেকখানি লম্বা দম নেওয়া যায়। হরহর করে গলা দিয়ে নেমে যায় অনেক বাতাস । ছড়িয়ে পড়ে শিরা-উপশিরায়। আত্মাও বুঝি এভাবে শীতলতা পায়।

এমন সময় সেখান দিয়ে এক রাখাল তার মেষপাল নিয়ে যাচ্ছিল। রাখালের শক্ত-সুঠাম দেহ দেখেই বুঝা যাচ্ছিল গায়ে তার বেজায় শক্তি। বাদশাহ তাকে দেখেই থামতে বললেন। 'এই বালক! তোমার মেষগুলো দেখছি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আমার কাছে একটি বিক্রি করবে ?'

রাখাল বলল, 'আমি এগুলোর মালিক নই। আমি মালিক হলে তোমার যেটা মনে চায় আমি তোমাকে উপহার দিতাম !'

বাদশাহ বললেন, 'তোমার মালিক তো এখন দেখছে না। সুতরাং আমি যা চাচ্ছি দিয়ে দাও। ভয় করো না।'

রাখাল বলল, 'তবে আমি মালিকের কাছে ফিরে কী জবাব দেব ?'

বাদশাহ বললেন, 'তাকে বলবে, নেকড়ে একটি মেষ খেয়ে ফেলেছে।'

লোকটি বলে কী ! রাখালের মনে ভাবনার তোলপাড়। সে বলল, 'ধরে নিলাম মেষপালের মালিক আমার কথা বিশ্বাস করে নিল, কিন্তু আমার মালিক, যিনি আমাকে দেখছেন। আমার কথা শুনছেন-প্রতিনিয়ত। তাঁকে আমি কী জবাব দেব ?'

'জনাব আমাকে যেতে দিন। নিশ্চিন্তে আমার কাজ করতে দিন। এ অন্যায় আমায় দিয়ে হবে না।' রাখাল মেষপাল নিয়ে চলতে শুরু করল। হুরর রর হুর। হিশ হিশ। তার চলনে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধের দ্যুতি।

বাদশাহ বিস্মিত হলেন এক সাধারণ রাখালের আল্লাহর ভয় দেখে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার পেছন পেছন যাবেন। যখন দুজনই মেষপালের মালিকের কাছে পৌঁছলেন, বাদশাহ মালিকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে এই বিশ্বস্ত গোলামটি কিনে নিতে চাচ্ছি। আপনার যত মেষ আছে সেগুলোও।'

মালিক বলল, 'আপনি আমাদের রাজ্যপ্রধান। আপনার কথা তো আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না।'

এরপর বাদশাহ রাখালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে বৎস, তুমি এখন স্বাধীন। আর এসব মেষ তোমার জন্য। তোমার অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ও আল্লাহভীতির জন্য।'

আশ্চর্য দান

অনেক আগের কথা। মক্কায় বাস করতো এক দরিদ্র লোক। স্ত্রী সন্তান নিয়ে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করছিল সে। ঘরে অভাব লেগেই থাকত। কিন্তু দরিদ্র হলে কী হবে ! লোকটির স্ত্রী ছিল অনেক ভাল। সে দিনভর সিয়াম পালন করতো। রাতজেগে সালাত পড়তো। আল্লাহকে ভয় করতো। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'–একথা তার সাথে একদম মেলে না।

কয়েকদিন ধরে ঘরে খাবার নেই। স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। নিজেরা না খেয়ে সন্তানদের মুখে ঘরে যা ছিল তাই এক-দু লোকমা করে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এভাবে আর কত। ছেলেমেয়ের কষ্ট দেখে বাবা-মার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। না, এবার কিছু করতে হবে। স্ত্রী স্বামীকে বললেন, 'এবার কিছু করুন। খাবারের কোনো একটা ব্যবস্থা হয় কিনা দেখুন। নইলে ক্ষুধায় যে আমরা মারা পড়ব।'

স্বামী ঘর থেকে বেরুলেন। কোন বন্ধুর দেখা মেলে কিনাড়সে খোঁজ করলেন। না, কাউকেই পেলেন না। এখন তিনি কী করবেন। বিষণ্ন মনে বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করলেন। কাবার গিলাফ

জড়িয়ে ধরে দুআ করতে লাগলেন—

اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

> হে আল্লাহ ! তোমার হালালের মাধ্যেমে আমাকে তোমার হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং তোমার অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও আমাকে আত্মনির্ভরশীল রাখো। [জামে তিরমীযি : ৩৫৬৩]

দুআ শেষে তার মন কিছুটা শান্ত হল। চোখ-মুখ মুছে রাস্তায় নেমে এল সে। ঠিক তখনই তার চোখ পড়ল রাস্তায় পড়ে থাকা একটি থলের দিকে। তার মনে খুশীর ঝিলিক। সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল থলেটির দিকে। থলেটির ঠিক সামনে এসে সে চারদিক দেখে নিল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। কেউ কি তাকে অনুসরণ করছে ? না কেউ দেখছে না। সে সন্তর্পণে তুলে নিল থলেটি। থলেটি আলগোছে কাপড়ের ভাঁজে ঢেকে নিল সে। ভেতরে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে, সে বলতে পারছে না। তবে বেশ ভারী মনে হচ্ছে থলেটি। একটু আড়ালে গিয়ে যখন সে থলের বাঁধন খুলল, চোখ তার ছাঁনাবড়া। একি দেখছে সে ! এক নয় দশ নয় পাঁচশ নয়, গুণেগুণে এক হাজার চকচকে স্বর্ণমুদ্রা। উজ্জ্বলতায় তার চোখ ধাঁধিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এবার তার প্রতি করুণার দৃষ্টি রেখেছেন। গদগদ মনে সে বাড়িতে পৌছল। স্ত্রীর কাছে আধ্যোপান্ত খুলে বলে জানতে চাইল, কী খেতে খাহেশ তার!

কিন্তু স্ত্রী এসব গায়ে না মেখে বলল, 'আপনি সোজা মসজিদে চলে যান। সেখানে গিয়ে এর মালিকের খোঁজ করুন। কারণ এর একটি পয়সাও আমাদের জন্য হালাল নয়।'

স্ত্রীর তাগাদায় অগত্যা আবার চলল সে। 'এভাবে কেউ

এতগুলো পয়সা ফিরিয়ে দেয়, বউটা তার কী বোকা !' মনে মনে ভাবছে সে। মসজিদের কাছাকাছি পৌঁছেই একটি উঁচু আওয়াজ শুনা গেল–কেউ কি একটি থলে পেয়েছেন ? এমন রং, এতটুকু বড়।

হ্যাঁ, তিনি কাঙ্ক্ষিত মানুষকে পেয়ে গেছেন। থলে তারই হবে। ঘোষকের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'এই যে ভাই ! থলেটি আমি পেয়েছি। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিন। বলুন, তাতে কয়টি মুদ্রা ছিল ?'

এক হাজার। একটিও কম নয়। ঘোষকের তড়িঘড়ি উত্তর।

জি, ঠিক বলেছেন। তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। এই নিন। আল্লাহ আপনাকে বারাকাহ দান করুন।

মা শা আল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। তা ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এগুলো আপনাকে হাদিয়া। তার সাথে পাচ্ছেন আরোও নয়হাজার স্বর্ণমুদ্রা ! সব মিলে দশ হাজার !

দরিদ্র লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল। এটা কী হচ্ছে ? স্বপ্ন দেখছে না তো সে ? ভাড়িক্কি গলায় সে জানতে চাইল, 'আপনি কি ঠিক বলছেন নাকি যেচে পড়ে মশকরা করছেন আমার সঙ্গে ?'

ঘোষক বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি ঠাট্টা করছি না। আমি একজন ধনী লোকের ফুট ফরমাশ খাটি। তিনি মোটা অংকের কিছু অর্থ দান করতে চাইছেন। তিনি চাচ্ছেন অর্থগুলো প্রকৃত অভাবীর কাছে পৌঁছুক। তাই তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি একটি থলেতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভরে বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের আশেপাশে কোথাও ফেলে রাখবে। হয়তো সেটা কেউ তুলে নেবে। এরপর তুমি ঘোষণা করবে। এরপর যে থলেটি নিয়ে আসবে এবং সব ঠিকঠাক

বুঝিয়ে দেবে, তাকে বাকি নয় হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করবে। কেননা সে সত্যিকার বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আর তোমার হয়তো এমন মানুষদের গুণাবলী জানা আছে; তারা অর্থ পেলে নিজের জন্য প্রয়োজনমত খরচ করে এবং অন্যদেরও দান করে।'

দরিদ্র লোকটি দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ঘরে ফিরল। স্ত্রী-পুত্রের জন্য খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু অর্থ রেখে বাকিটুকু দান করে দিল।

ফেরেশ্‌তা ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী

আজ থেকে বহু আগের কথা। মক্কায় বাস করতেন একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। তিনি পণ্য নিয়ে দূরদেশে বাণিজ্য করতেন। তিনি বিশ্বস্ত বলে অন্যরাও তার কাছে তাদের পণ্য দিতড়উপযুক্ত দাম পাবার আশায়।

একবার তিনি অনেক পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাণিজ্য সফরে বেরুলেন। পথিমধ্যে এক ডাকাত তার পথ রোধ করল। ডাকাত অস্ত্রসজ্জিত এবং মুখোশ পরিহিত। ডাকাত বলল, 'যা আছে সব দাও, আমি তোমাকে হত্যা করব।' ব্যবসায়ী বললেন, 'তুমি আমার সব নিয়ে যাও, কিন্তু আমাকে প্রাণে মেরো না।'

কিন্তু ডাকাত ব্যবসায়ীর কাকুতি-মিনতি সব হেসে উড়িয়ে দিল। সে বলল, 'তোমার সবকিছু তো নিবই, তার আগে তোমাকেও শেষ করব।' ব্যবসায়ী অনেক করে প্রাণভিক্ষা করলেন। কিন্তু কিছুতেই ডাকাতের মন গললো না। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী বললেন, 'তাহলে আমাকে তুমি চার রাকাত সালাত আদায় করতে দাও।' ডাকাত অগত্যা বলল, 'ঠিক আছে, দ্রুত পড়ে নাও।'

ব্যবসায়ী ওযু করলেন। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়লেন জীবনের শেষ সালাত। শেষ সিজদায় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করলেন, 'হে পরম স্নেহশীল ! হে মহান আরশের অধিপতি ! হে সর্বনিয়ন্তা ! আপনার মর্যাদা ও গৌরবের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যেখানে নৈরাশ্য বলতে কিছু নেই। প্রার্থনা করছি আপনার অবিনশ্বর রাজত্ব ও ক্ষমতার উসিলায়। প্রার্থনা করছি আরশকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেওয়া আপনার নূরের উসিলায়-আপনি আমাকে এ ডাকাতের কবল থেকে উদ্ধার করুন। হে রক্ষাকারী ! আমাকে রক্ষা করুন।'

তিনি তিনবার এ দুআ করলেন। হঠাৎ দেখা গেল একজন ঘোড়সওয়ার তিরবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে বর্শা। ডাকাত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়সওয়ারের বর্শা তাকে আঘাত করল। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুমুখে পতিত হল। ঘটনার আকস্মিকতায় ব্যবসায়ী বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। ঘোড়সওয়ার তার সামনে এস বলল, উঠে দাঁড়াও। ব্যবসায়ী বললেন, 'কে তুমি? আমার বাবা-মা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক। আজ তোমার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন।'

ঘোড়সওয়ার বলল, 'আমি চতুর্থ আকাশের ফেরেশতা। যখন তুমি প্রথম দুআ করলে, তখন আমি চতুর্থ আকাশের দরজায় কম্পন শুনতে পেলাম। যখন দ্বিতীয়বার দুআ করলে, তখন দেখতে পেলাম আসমানবাসীদের মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। আর যখন তৃতীয়বার দুআ করলে, তখন আমাকে বলা হল, 'এটা এক বিপদগ্রস্তের আর্তনাদ। তাই আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাকে এ ডাকাতের রফাদফা করার অনুমতি দেন।'

মুবারকের বিয়ে

এখন যে গল্পটি বলবো, তা শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারবেই না। মনে মনে হয়তো ভাববে, এমন মানুষও বুঝি হয়। হ্যাঁ, হয়। তাহলে এবার শুনেই দেখি–অনেক কাল আগের কথা। মুবারক নামে একজন যুবক ছিল। সে ছিল ক্রীতদাস। দাস হলে কী হবে, ভালো কোন গুণের কমতি ছিল না তার মাঝে। তার চোখেমুখে দেদীপ্যমান ছিল আল্লাহ্‌ভীরুতার ছাপ। তার মালিকের সুন্দর একটি বাগান ছিল। একদিন তিনি মুবারককে ডেকে বললেন, 'মুবারক! আমি চাচ্ছি তুমি তোমার পুরো সময়টুকু আমার বাগানের পেছনে ব্যয় করবে। পরিচর্যা ও যত্নআত্তির মাধ্যমে বাগানটিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলবে।'

মালিকের আদেশ শিরোধার্য। মুবারক চলে গেল বাগানে। নিজের সাধ্যের পুরোটাই ব্যয় করল সে। ঝোপ-ঝাড় ও আগাছা কেটে বাগানটিকে নতুন রূপে দাঁড় করাল মুবারক। যত্ন পেয়ে বাগানটি হয়ে উঠল ফলে ফুলে সুশোভিত। এভাবে কেটে গেল চারটি মাস।

একদিন মালিক তার কিছু বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে

বেড়াতে এলেন। মুবারককে ডেকে বললেন কিছু উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আপেল, আনার ও আঙ্গুর দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে।

মুবারক ঝটপট বাগান থেকে তাজা ফল এনে মেহমানের সামনে পরিবেশন করল। কিন্তু তখনও একটি ফলও পরিপক্ক হয়নি।

এ দেখে মালিক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মুবারক ! কোন ফলটি পাকা মিষ্টি, তুমি চেন না ?'

মুবারক বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমার মনিব ! আপনি আমাকে বাগানের দেখভালের দায়িত্বে পাঠানোর পর থেকে আমি একটি ফলও মুখে দেইনি। তাই কোনটি পাকা মিষ্টি, কোনটি কাঁচা টক-আমার জানা নেই!'

মালিক মুবারকের মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, মুবারক তাকে মিথ্যা বলছে। তার মনতুষ্টির জন্য একটি কথার কথা বলল-এই আর কী। কিন্তু ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখলে ক্ষতি কী ! যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি বাগানের অন্যান্য শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা একই উত্তর দিল। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুবারককে বাগানের একটি ফলও খেতে দেখিনি !'

এবার মালিক নিশ্চিত হলেন, মুবারকের মতো নেকদিল মানুষের জন্য এটা খুবই সম্ভব। তার মতো সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ তিনি কমই দেখেছেন। তিনি মুবারককে ডেকে বললেন, 'মুবারক! তোমাকে আমি অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করতে চাই।'

মুবারক—'সেটা কী জনাব ?'

মালিক—'ইতোমধ্যে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছ।

তোমার তো জানা আছে, আমার ঢের বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। আর আমার আছে একটি মেয়ে। তাকে বিয়ের জন্য অনেক গুণধর পাত্র প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এখন তুমি আমাকে পরামর্শ দাও তো, কার সাথে আমি মেয়েকে বিয়ে দেব ?'

মনিব-তনয়ার বিয়ে বলে কথা। তাও আবার অজস্র সম্পত্তির মালিক। তিনি এসেছেন দাসের কাছে 'কোথায় কন্যাসম্প্রদান করবেন' -এ প্রশ্ন নিয়ে ! এ কোন চাট্টিখানি কথা ? কিন্তু এসব কিছুই মুবারকের মাঝে ভাবান্তর ঘটাল না। মুবারক স্বাভাবিকভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'ইহুদিরা বিয়ে দেয় ধন-সম্পদ দেখে, খৃস্টানরা বিয়ে করে সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে, আরবরা বিয়ে দেয় বংশমর্যাদা-গোত্রকৌলিণ্য দেখে। আর নবিজি ও তাঁর সাহাবিগণ দেখতেন পাত্রের দীনদারী, আল্লাহভীতি। হে আমার মনিব, এবার আপনিই ভাবুন, আপনি কাদের অনুসরণ করবেন।'

মালিক বললেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবিগণের অনুসরণ করতে চাই। আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই একজন মুত্তাকি পাত্রের কাছে। আর শোন ! আমি তোমার চেয়ে মুত্তাকি কাউকে দেখিনি। আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে তোমাকে আযাদ করে দিলাম। আর আমার মেয়েকে বিয়ে দিলাম তোমার সাথে।

মুবারক বিয়ে করে নিলেন মনিব-তনয়াকে। তাদের ঘর আলো করে জন্ম নিলো ফুটফুটে একটি পুত্রসন্তান। বাবা-মা আদর করে তাদের মানিকের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সেদিনের এই ছোট্ট শিশুটিই পরবর্তীকালে জগদ্‌বিখ্যাত হাদীসবিশারদে পরিণত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নামে দুনিয়াজোড়া যার খ্যাতি। তিনি ছিলেন হজরত ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উস্তাদ।

বেড়াতে এলেন। মুবারককে ডেকে বললেন কিছু উৎকৃষ্ট ও

সুস্বাদু আপেল, আনার ও আঙ্গুর দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে।

মুবারক ঝটপট বাগান থেকে তাজা ফল এনে মেহমানের সামনে পরিবেশন করল। কিন্তু তখনও একটি ফলও পরিপক্ক হয়নি।

এ দেখে মালিক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মুবারক ! কোন ফলটি পাকা মিষ্টি, তুমি চেন না ?'

মুবারক বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমার মনিব ! আপনি আমাকে বাগানের দেখভালের দায়িত্বে পাঠানোর পর থেকে আমি একটি ফলও মুখে দেইনি। তাই কোনটি পাকা মিষ্টি, কোনটি কাঁচা টক-আমার জানা নেই!'

মালিক মুবারকের মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, মুবারক তাকে মিথ্যা বলছে। তার মনতুষ্টির জন্য একটি কথার কথা বলল-এই আর কী। কিন্তু ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখলে ক্ষতি কী ! যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি বাগানের অন্যান্য শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা একই উত্তর দিল। তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুবারককে বাগানের একটি ফলও খেতে দেখিনি !'

এবার মালিক নিশ্চিত হলেন, মুবারকের মতো নেকদিল মানুষের জন্য এটা খুবই সম্ভব। তার মতো সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ তিনি কমই দেখেছেন। তিনি মুবারককে ডেকে বললেন, 'মুবারক! তোমাকে আমি অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করতে চাই।'

মুবারকঙ্ সেটা কী জনাব ?'

মালিকঙ্ইতোমধ্যে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছ। তোমার তো জানা আছে, আমার ঢের বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। আর

আমার আছে একটি মেয়ে। তাকে বিয়ের জন্য অনেক গুণধর পাত্র প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এখন তুমি আমাকে পরামর্শ দাও তো, কার সাথে আমি মেয়েকে বিয়ে দেব ?'

মনিব-তনয়ার বিয়ে বলে কথা। তাও আবার অজস্র সম্পত্তির মালিক। তিনি এসেছেন দাসের কাছে 'কোথায় কন্যাসম্প্রদান করবেন' -এ প্রশ্ন নিয়ে ! এ কোন চাট্টিখানি কথা ? কিন্তু এসব কিছুই মুবারকের মাঝে ভাবান্তর ঘটাল না। মুবারক স্বাভাবিকভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'ইহুদিরা বিয়ে দেয় ধন-সম্পদ দেখে, খৃস্টানরা বিয়ে করে সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে, আরবরা বিয়ে দেয় বংশমর্যাদা-গোত্রকৌলিণ্য দেখে। আর নবিজি ও তাঁর সাহাবিগণ দেখতেন পাত্রের দীনদারী, আল্লাহভীতি। হে আমার মনিব, এবার আপনিই ভাবুন, আপনি কাদের অনুসরণ করবেন।'

মালিক বললেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবিগণের অনুসরণ করতে চাই। আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই একজন মুত্তাকি পাত্রের কাছে। আর শোন ! আমি তোমার চেয়ে মুত্তাকি কাউকে দেখিনি। আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে তোমাকে আযাদ করে দিলাম। আর আমার মেয়েকে বিয়ে দিলাম তোমার সাথে।

মুবারক বিয়ে করে নিলেন মনিব-তনয়াকে। তাদের ঘর আলো করে জন্ম নিলো ফুটফুটে একটি পুত্রসন্তান। বাবা-মা আদর করে তাদের মানিকের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সেদিনের এই ছোট্ট শিশুটিই পরবর্তীকালে জগদ্‌বিখ্যাত হাদীসবিশারদে পরিণত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নামে দুনিয়াজোড়া যার খ্যাতি। তিনি ছিলেন হজরত ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উস্তায।

বিশ্বস্ততা ও তার বিভিন্ন ক্ষেত্র

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আমানতের ব্যাপারে যত্নশীল থাকতে আদেশ করেছেন। এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই যে, মানুষের গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার নামই আমানত। না, বরং আমানত তথা বিশ্বস্ততার আরও নানা ক্ষেত্র রয়েছে। এখন আমি সেসবের কিছু তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

এক

কারো গোপন কথা ও বিষয়, যা তুমি জানড়সেটা গোপন রাখা আমানত।

দুই

কেউ তোমাকে কোন একটি বার্তা কারো কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিল। সেটি কোন ধরণের কম-বেশ ছাড়া পৌঁছে দেয়া একটি আমানত।

তিন

ধরো তুমি কোথাও একটি বিষয় দেখেছো। এরপর কখনো

তোমাকে সে ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিতে বলা হল। এখন কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতিত সে স্বাক্ষ্য দেওয়া একটি আমানত।

চার

সময় অমূল্য সম্পদ। একে উপকারী কাজে ব্যয় করা এবং আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ সৃষ্টি করে এমন কাজে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত।

পাঁচ

আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদাত আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, যেমন : সালাত, সাওম, হজ ও যাকাত ইত্যাদি। সেগুলো যথানিয়মে আদায় করাও একটি আমানত। নামায যখন আমরা সময়মত একাগ্রচিত্তে ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করব, তখনই এর আমানত আদায় করা হবে।

ছয়

বেচাকেনার সময় ধোঁকার আশ্রয় না নেওয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী সেই যে ক্রেতার কল্যাণ কামনা করে। পণ্যের যাবতীয় দোষ-ক্রটি বর্ণনা করে তবেই বিক্রি করে। তার ক্রটি লুকিয়ে রাখতে কুচেষ্টা করে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

> যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।
> [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ১০১]

সাত

কাউকে ওয়াদা দিয়ে রক্ষা করা একটি আমানত। তুমি যদি তোমার কোন সহপাঠীর সাথে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার ওয়াদা করো, তবে তোমার জন্য আবশ্যক হলো, ঠিক সেসময় তার সাথে দেখা করা। অহেতুক কোন কারণে কোনক্রমেই দেরি না করা।

আট

দীনি ইলম অর্জন করা একটি আমানত। অর্জিত শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও একটি আমানত।

নয়

আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য আমাদের কাছে আমানত। আমরা কেবল উপকারী ও কল্যাণকর কাজেই এর যথাযথ ব্যবহার করবো।

দশ

প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একটি আমানত। শিক্ষার্থীর কাজ হলো, তার পাঠ নিয়মিত আয়ত্ত করা, পরীক্ষায় প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া, অন্য কাউকে প্রতারণার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষক আমানতদার তার জ্ঞান ও তার কাছে পাঠরত শিক্ষার্থীর ব্যাপারে। তেমনিভাবে চাকরিজীবী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়, সৈন্য দেশের নিরাপত্তা বিধান ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করা এবং মা তার ঘর ও সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে আমানতদার।

বিশ্বস্ততার মূল্য

বিশ্বস্ততার রয়েছে অনেক উপকার। যেমন

এক

বিশ্বস্ত মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা ভালবাসেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরে তার প্রীতি ঢেলে দেওয়া হয়।

দুই

বিশ্বস্ত মানুষ সবার আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়। সবাই তার সাথে নিঃসঙ্কোচে লেনদেন করে।

তিন

সমাজে বিশ্বস্ততার ব্যাপকতা থাকলে জনমনে স্বস্তি বিরাজ করে। পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চার

বিশ্বস্ততার গুণ দেহমন প্রফুল্ল রাখে। অপরাধবোধের অস্বস্তি থেকে মুক্ত রাখে।

পাঁচ

হাদীসে তিন ব্যক্তির একটি চমৎকার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যারা দুর্যোগপূর্ণ রাতে পাহাড়ীপথ অতিক্রম করছিল। ঝড়বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচতে তারা একটি পাহাড়ি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একটি বিশাল পাথর পাহাড় গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা তিন জন মিলে বহুচেষ্টা করেও পাথরটিকে এক চুল টলাতে পারল না। তারা তিন জনই মৃত্যুকে সামনে উপস্থিত দেখতে পেল। এখান থেকে বেরুতে না পারলে আর কিছু লাগবে না, না খেয়েই তারা মারা পড়বে। অনন্যোপায় হয়ে তারা পরামর্শে বসল, শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা কী করতে পারে। তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিল, তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের একটি পূণ্য কর্মকে ওসিলা করে আল্লাহ্র কাছে দুআ করবে। এতে যদি তাদের মুক্তি মিলে...

প্রথম ব্যক্তি পিতামাতার সাথে তার সদাচারের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দুআ করলো। দুআ শেষে দেখা গেলো, পাথর একটুখানি সরে গেছে। তারা আশায় বুক বাঁধলো। দ্বিতীয়জন আল্লাহ্র ভয়ে একটি নিকৃষ্ট গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার ওসিলা করে দুআ করলো। দেখা গেলো পাথর আরেকটু সরে গেছে। কিন্তু এতটুকু ফাঁকা দিয়ে তারা বেরুতে পারবে না। এবার তৃতীয়জন তার আমানতদারীর ওসিলায় দুআ শুরু করল। সে বলল, 'হে আল্লাহ ! একবার আমি একটি কাজে কিছু শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। কাজ শেষে আমি তাদের পারিশ্রমিকও দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন তার মজুরী রেখে গিয়েছিল। আমি তার মজুরি ব্যবসায় খাটালাম। সেখানে অনেক লাভ হল। কিছুদিন পর

সে এসে তার মজুরি চাইল। আমি বললাম, এই যে উট, গরু, ছাগল ও দাসদাসী তুমি দেখতে পাচ্ছ, এ সবই তোমার ! সে অবাক হয়ে বলল, তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ করছো ? আমি বললাম, না, আমি বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সব কিছু নিয়ে ফিরে গেল। কিছুই রাখল না। হে আমার রব ! এই কাজ যদি শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও।'

তার দুআ শেষ হওয়া মাত্রই অতিকায় পাথরটি একপাশে সরে গেল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়ে গুহা থেকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে এল তিন যুবকের এই দলটি।

ছয়

বিশ্বস্ততার গুণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অনন্যগুণে গুণান্বিত মুমিনের জন্য আল্লাহ তাআলা নিয়ামাতরাজিতে পূর্ণ জান্নাতুল ফিরদাউস প্রস্তুত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ۸ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ۹ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ۱۰ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۱۱

> এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। যারা নিজেদের সালাতসমূহে যত্নবান থাকে, তারাই হবে অধিকারী—অধিকারী হবে ফিরদাউসের, ওরা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। [সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৮-১১]

চুরি ও খিয়ানাত থেকে বেঁচে থাকো

প্রিয় ! চুরি করা বা অনুমতি ব্যতিত কারো কিছু ব্যবহার করা খুবই নিন্দনীয় একটি বিষয়। শ্রেণীকক্ষে তোমার সহপাঠী যদি তার কোন বই, খাতা, কলম বা পেন্সিল ফেলে যায়, তবে তার অনুমতি ব্যতিত সেগুলো কিছুতেই ধরবে না। তবে হ্যাঁ, যদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কোথাও উঠিয়ে রাখো। যাতে পরবর্তীতে সে খুঁজে পেতে পারে।

বাবার পকেট থেকে কখনো না বলে টাকা নেবে না। অনেক ছেলেমেয়েকে দেখা যায়, তারা এ বিষয়টিকে একদমই পাত্তা দেয় না। তাদের দেখে মনে হয়, বাবার টাকা বুঝি তারই টাকা। না, মোটেই এমন নয়। বরং বাবা সন্তুষ্টচিত্তে দেওয়ার পরই কেবল তোমার টাকা হবে।

তেমনিভাবে তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়ের কোন কিছু তার অনুমতি ছাড়া নেবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা চুরি বলে গণ্য হবে। আর চুরি ভীষণ খারাপ কাজ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাজ একদম অপছন্দ করতেন। যদি তুমি কারো জিনিস তাকে না জানিয়ে নিয়ে থাক তাহলে সেটা তাকে ফিরিয়ে

দিয়ে ক্ষমা চাইবে। নইলে কিয়ামাতের মহাবিপদের মুহূর্তে তাকে তোমার পূণ্যকর্ম থেকে সে পরিমাণ অংশ দিয়ে দিতে হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দেওলিয়া কে-তোমরা জানো ?'

সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের মাঝে যার কোন দিনার নেই, দিরহাম নেই সেই দেওলিয়া।'

নবিজি বললেন, 'আমার উম্মতের মাঝে দেওলিয়া হল, যে কিয়ামাতের দিন অনেক সালাত, সাওম ও যাকাতের সাওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু দেখা যাবে সে একে গালি দিয়েছে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে, অমুকের মাল লুটে খেয়েছে, তাকে মেরেছ, অমুককে হত্যা করেছে। সবাইকে তার নেককাজের সাওয়াব থেকে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী সাওয়াব দেওয়ার আগেই যদি তার সাওয়াবের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, তাহলে তাদের বদআমলের গুনাহগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।'

জনৈক মনীষী তার পুত্রকে বলেন—

হে বৎস, এমন লোকের সংস্পর্শ গ্রহণ করো , যাকে দূরে ঠেলে দিলে কাছে আসে। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমার প্রতি আর লোভ করে না। মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে দম্ভ করে না।

কবি বলেন—

অসুস্থ বন্ধুকে দেখে অস্থিরতায় আমি অসুস্থ হলাম।
এবার বন্ধু আমাকে দেখতে এল।
তার দর্শনে আমার সুস্থতা ফিরে এল।

সত্যবাদী হও

সততা। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় গুণগুলোর একটি। আমাদের কর্তব্য হল, এ গুণটিকে আমাদের জীবনে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়ন করা।

কতই না ভালো হবে, যখন একজন মুমিন সত্যবাদী হবে ! সে কখনোও মিথ্যা বলবে না। আর সে কেনইবা মিথ্যা বলবে, অথচ সে জানে, আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করেন না। তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন।

মুমিন কেন সত্যবাদী হবে না, অথচ তার জানা আছে, সত্যবাদী রহমানের বন্ধু। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন। তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাকে দান করেন সর্বোত্তম পুরস্কার; চিরসুখের জান্নাত। যেখানে জীবন চিরন্তন। বিলাস অনিঃশেষ। ভোগ অফুরান...।

প্রিয় রাসূল হলেন মুমিনের চেতনা ও আদর্শের বাতিঘর। সুতরাং কেন সে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবে না ?

তাই প্রিয় বন্ধু ! এসো নিজের অস্তিত্বকে লীন করে দেই সততার গুণে।

সততা : কুরআন ও হাদীসের বাণী

আমাদের রব আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উৎসাহিত করেছেন, তারা যেন সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়; তাদের সাথেই জীবন কাটায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

> হে লোকসকল ! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। [সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১৯]

তিনি আরও বলেন—

فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

> তারা যদি আল্লাহর সঙ্গে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো তবে তাদের জন্য ইহা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো। [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২১]

অন্য আরেক জায়গায় বলেন—

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

> আল্লাহ বলবেন, 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা মহাসফলতা। [সূরা মাইদাহ, ৫ : ১১৯]

এবার তোমাদের সামনে সততার প্রতি উৎসাহদান সম্পর্কিত প্রিয় নবিজির কিছু হাদীস তুলে ধরবো।

হজরত আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ওই কথাগুলো স্মরণ রেখেছি—

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَالْكِذْبَ رِيْبَةٌ

> এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহে নিপতিত করে; ওই কাজ কর, যাতে সন্দেহ নেই। কেননা সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ। [জামে তিরমীযি ২৫১৮]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا ، وَإِنَّ الْكِذْبَ

يَهْدِيْ إِلَى الفُجُوْرِ وَإِنَّ الفُجُوْرِ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

নিশ্চয় সত্য নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকি জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর অবিচল থেকে সত্য বলার চর্চা অব্যাহত রাখলে একসময় আল্লাহর দরবারে সিদ্দীক এর মর্যাদা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। [সহীহ বুখারি : ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম : ২৬০৬]

নবিজি আরও বলেন—

أَنَا زَعِيْمُ بَيْتٍ فِي رَبْضِ الجَنَّةِ، لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলে না; আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে; আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের জিম্মাদার। [সুনানে আবু দাউদ : ৪৮০০]

যেখানে প্রকাশিত হবে তোমার সততা

এক

সত্য কথা বলা। মুসলিম কেবল যথার্থ ও সত্যকথাই মুখে উচ্চারণ করবে। যে বিষয়টি সে নিশ্চিত জানে, তাই কেবল অন্যদের জানাবে; যদি তাতে কল্যাণ থেকে থাকে। কেননা মিথ্যা বলা নিফাক তথা কপটতার চিহ্ন। নিদর্শন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে।'

দুই

সত্য প্রতিজ্ঞা। একজন মুসলিম যখন ন্যায়নিষ্ঠ কোন কাজ করতে ইচ্ছা করবে, তখন তার উচিত সেটা দ্রুত করে ফেলা। ইতস্তত না করা। কে কী বলল না বলল সেদিকে না তাকিয়ে ভালো কাজটিকে সফলতার আলো দেখিয়ে দেওয়া।

তিন

একজন মুমিন তার লেনদেনে সচ্ছতা বজায় রাখবে। কাউকে

ধোঁকা দেবে না। কারো সাথে প্রতারণা করবে না।

■ চার

মুসলিম যখন কাউকে ওয়াদা দেবে সে অবশ্যই ওয়াদাকৃত বিষয়টি পূরণ করবে।

■ পাঁচ

নিজের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ। নিজের ভেতর আর বাহিরে কোন তফাৎ রাখবে না।

নবিজিবন : সততার অনুপম প্রকাশ

আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথায় ও কাজে-কর্মে ছিলেন সবার চেয়ে সত্যবাদী। তাহলে এবার নবিচরিত্রের সততার কিছু আলোকিত ছবি হৃদয়পটে এঁকে নেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত কুরাইশ গোত্রে। তাদের মাঝেই তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তারা নবিজিকে এক নামে 'আস সাদিকুল আমীন' অর্থাৎ 'সত্যবাদী বিশ্বস্ত' বলে ডাকতো।

আবু সুফিয়ান ইবনু হারবের ঘটনা। মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত যিনি ছিলেন নবিজির সবচেয়ে বড় শত্রুদের একজন। অথচ আবু সুফিয়ান এর এক মেয়ে ছিলেন নবিজির সম্মানিতা স্ত্রী। মেয়ের জামাতার সাথে আবু সুফিয়ানের শত্রুতা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের। কিন্তু এতো শত্রুতার পরও সে রোম সম্রাট হিরাক্‌ল এর কাছে নবিজির সততার স্বাক্ষ্য দিয়েছিল। সে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিল, 'আত্মীয়তার দিকে থেকে তোমাদের মাঝে কে সে লোকটির

সবচেয়ে নিকটতম, যে নিজেকে নবি বলে দাবি করে?' আবু সুফিয়ান বলল, 'আমি তার নিকটাত্মীয়।'হিরাক্‌ল তার পাইক পেয়াদাকে আদেশ করল, 'একে কাছে নিয়ে এসো। আর তাকে তার সঙ্গীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে।'

তখন আবু সুফিয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম ! যদি আমার নামের সাথে মিথ্যাবাদী লকব আটার লজ্জা না হতো তবে আমি মিথ্যাই বলতাম।'

সম্রাট তাকে প্রশ্ন করেন, 'তিনি তোমাদের কী আদেশ করেন?

আবু সুফিয়ান বললেন, 'তিনি বলেন, 'তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো যার কোন শরীক নেই, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করো না। বাপ-দাদার ভ্রান্ত বোলচাল ছেড়ে দাও। তিনি আমাদের সালাত, সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেন।'

বর্ণিত আছে, একবার কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মক্কার পথ ধরে হাঁটছিলেন। এমন সময় ইসলামের ঘোরতম শত্রু আবু জাহলের সাথে তার দেখা হয়। তিনি আবু জাহলের পথ আগলে বললেন, 'হে আবুল হাকাম![1] এখানে আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বলো তো, মুহাম্মাদ সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী ?' আবু জাহল কোন রকম দ্বিধা ছাড়া স্পষ্ট করে বলল, 'আল্লাহর শপথ ! মুহাম্মাদ সত্যবাদী। সে কখনো মিথ্যা বলেনি।

নবিজির কাছে যখন প্রথম ওহি নাযিল হল, তখন তিনি ভয়ে খদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ছুটে এলেন। তিনি বলছিলেন,

১. আবুল হাকাম হল আবু জাহলের মূর্খতাযুগের নাম। যার অর্থ 'জ্ঞানের পিতা'। কিন্তু সে যখন নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে হঠকারিতা বশত ইসলামকে অস্বীকার করল তখন তার নাম ঠেকল 'আবু জাহল' বা মূর্খের বাপ।

'আমাকে চাদরাবৃত করো, আমাকে চাদরাবৃত করো।' তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে যে কথাগুলো বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা আজও ইতিহাসের পাতার স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন—

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، و تَصْدُقُ الحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ

> আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। [সহীহ বুখারি : ৪৯৫৪; সহীহ মুসলিম : ১৬০]

পূর্ববর্তী একজন বড় আলেমের গল্প। তিনি শৈশবে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে মা তাকে চল্লিশটি দিনার দিলেন-যাতে তিনি নিজের খরচ চালাতে পারেন। আর মা তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন, তিনি সবসময় সত্য কথা বলবেন।

তিনি বাগদাদগামী কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন তাদের কাফেলা হামাদান পৌঁছল, পুরো কাফেলা ডাকাতের লুণ্ঠনের শিকার হল। ডাকাত দলের একজন কাফেলার এই ক্ষুদে সদস্যের কাছে এসে জানতে চাইল তার কাছে কী আছে ? তিনি বললেন, 'চল্লিশ দিনার'। ডাকাত ভাবল এই পুচকে তার সাথে মশকরা করছে। তার কাছে থাকবে চল্লিশ দিনার মানে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা-হতেই পারে না ! আরেক ডাকাত এসে তার কাছে কী আছে জানতে চাইলে তিনি একই উত্তর দিলেন। এবার তারা তাকে সরদারের কাছে নিয়ে গেল। ডাকাত সরদার সব শুনে বিস্মিত হল।

এভাবে কি কেউ বলে দেয়, আমার কাছে এই এই আছে ? না। তাহলে ঘটনা কী ? সরদার বলল, 'এই ছেলে ! তুমি কী ভেবে সত্য বললে ?' তিনি বললেন, 'আমার মা আমার থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, আমি সদা সত্য বলব। তাই মিথ্যা বলে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে চাইনি !'

ডাকাত সরদার বলল, 'তাই বলে এই কঠিন মুহূর্তেও। এই চল্লিশটি দিনার হারালে তো তুমি একদম ফকির হয়ে যেতে।'

সরদারের ভেতর ভাবনার তোলপাড় শুরু হল। সে বলল, 'তুমি মাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙতে ভয় করছ, আর আমি যে আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে দিচ্ছি ? আমার কী হবে ?'

তারপর সে তার সাঙ্গপাঙ্গকে লুট করা সব মাল ফিরিয়ে দিতে হুকুম করে বলল, 'আমি তোমার হাতে হাত রেখে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।'

এরপর ডাকাত সরদার নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'রাস্তাঘাটে ডাকাতি আর লুটতরাজে আমি তোমাদের নেতৃত্ব দিতাম, এবার এসো তাওবার কাজে আজ তোমাদের নেতৃত্ব দিই।'

এভাবে এক বালকের সততায় মুগ্ধ হয়ে সবাই তাওবা করে নেয়।

তোমার উচ্চারণেও আছে
তোমার ভাইয়ের অধিকার

মুসলমানের তার ভাইকে জানিয়ে দেয়া উচিত, সে তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إذا أحبَّ الرَّجل أخاه فلْيخْبرْه أنَّه يحُبه

> 'কেউ যদি তার কোনো ভাইকে ভালোবাসে তাহলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয়, তাকে সে ভালোবাসে।'
> [সুনানে আবু দাউদ : ৫১১৪; জামে তিরমীযি : ২৫১৫; সুনানে নাসাঈ (কুবরা) : ১০০৩৪]

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনটি বিষয় তোমার প্রতি তোমার ভাইয়ের ভালোবাসাকে নির্মল করে তুলবে

১। সাক্ষাতে সালাম দেবে।
২। মজলিসে জায়গা দেবে।
৩। তাকে ডাকবে তার সবচেয়ে পছন্দনীয় নামে।

এছাড়াও যেভাবে তুমি তোমার উচ্চারণে তোমার ভাইয়ের অধিকার আদায় করতে পারো

- সে তোমার কোন উপকার করলে কৃতজ্ঞতা জানাবে।
- তার অপছন্দনীয় প্রতিটি কথা বলা থেকে বিরত থাকবে, ইংগিতে হোক বা স্পষ্টভাবে।
- গোচরে অগোচরে তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকবে। অযথা তার কথা খণ্ডন করতে যাবে না।
- ঝগড়া করবে না।
- সে প্রকাশ করতে চায় না এমন অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না।
- তার আত্মসম্মানে আঘাত করবে না।
- তার পাশে থাকবে। সহযোগিতা করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات، حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه))

'একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না। তাকে লাঞ্চিত করবে না। অপমানিত করবে না। তাকওয়া এখানে (তিনি তিনবার বুকের দিকে ইশারা করলেন)। কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) ওপর হস্তক্ষেপ

করা অপর মুসলমানের জন্য হারাম।'

কবি বলেন—

وترى الكريم إذا تصرم وصله
يخفي القبيح ويظهر الإحسانا
وتـرى اللـئيـم إذا تـغـيـر وصلـه
يخفي الجميل ويظهـر البهتانا

সাক্ষাৎ শেষে সজ্জন ব্যক্তিকে দেখবে,
তোমার দোষগুলো লুকিয়ে রাখছে।
বলে ফিরছে তোমার অনুগ্রহগুলো।
নিন্দুককে দেখবে তার উল্টো।
সে তোমার গুণগুলো এড়িয়ে যাবে।
ছড়িয়ে দেবে মিথ্যা অপবাদ।

ভুলগুলো ক্ষমা করো

ভ্রাতৃত্বের অন্যতম দাবি হচ্ছে ভাইয়ের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়া। তাই ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করো। দোষগুলো লুকিয়ে রাখো। তার প্রতি সুধারণা পোষণ করো। গোপনে বা প্রকাশ্যে সে যদি কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তার সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিন্ন করো না। শিথিল করো না ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। বরং অপেক্ষা করো তার ফিরে আসার, তাওবা করার। সে যদি মারাত্মকভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সম্পর্ক ছিন্ন করো। তবে তার জন্য মঙ্গল কামনা অব্যাহত রাখো। তাকে সদুপদেশ দাও। আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। তার জন্য ফিরে আসার পথ খুলে দেবেন।

হজরত ফুযাইল বিন ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—
মুসলিম ভাইয়ের স্খলনগুলো ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে উদারতা।

তিনি আরও বলেন—যে দোষ ছাড়া ভাই খোঁজে, সে ভাই ছাড়া থাকে।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—
মুমিন ওযর খোঁজে, মুনাফিক খোঁজে দোষ।

কবি বলেন—

ومن لا يغمض عينه عن صديقه
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب
ومن يتتبع جاهدا كل عثرة
يجدها ولا يبقى له الدهر صاحب

বন্ধুর দোষত্রুটি থেকে যে চোখ ফেরায় না,
তিরস্কৃত হয়ে মারা যাক সে।
প্রতিটি দোষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজে,
পেয়ে যায়।
বন্ধু নেই এমন হতভাগার কপালে।

প্রিয় ! তুমি যদি এমন ভাইটির খোঁজ করো, যার কোন দোষ নেই, ত্রুটি নেই। তাহলে শোনো ! পাবে না। বরং যার খারাপের চেয়ে ভালো বেশি, তাকেই আমরা খুঁজছি।

কৃত্রিমতা পরিহার করো

ভ্রাতৃত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে কোন মুসলিম তার ভাইয়ের কাঁধে কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দিবে না। সে তার ভালোবাসার মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। মুসলিম ভাই থেকে শুভাশিস গ্রহণ করবে। দুজন বন্ধু, তাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে পরস্পরের প্রতি কল্যাণকামিতা। তারা একে অপরের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হবে। দীনের ওপর চলতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। তবে অবশ্যই সেটা হবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার পর।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

নিকৃষ্ট বন্ধু হচ্ছে যে তোমার সাথে কৃত্রিম আচরণ করে। তোষামোদ করে চলতে বাধ্য করে। এবং কারণে অকারণে ওজরখাহির দিকে ঠেলে দেয়।

হজরত ফুযাইল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

কৃত্রিমতাই মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে। দেখা হলে কথা বলে রং মেখে। কিন্তু হৃদ্যতার রঙটা ফিকে হয়ে আসে।

জনৈক মনীষী বলেছেন—

যার জন্য খরচ হয় না তার সঙ্গে ভাব হয় বেশি, যার জন্য কম, তার সাথে সখ্যতা থাকে দীর্ঘদিন। কেননা সীমিত ব্যয় ঘনিষ্ঠতা আনে, দূরত্ব ঘুচায়।

তার জন্য দুআ করো
জীবিত অথবা মৃত অবস্থায়

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير: آمين ولك بمثل

> 'নিশ্চয় যখন কোন মুসলিম তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করে, তা কবুল করা হয়। যখন সে তার জন্য কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন, আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ হবে।' [সহীহ মুসলিম : ১৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ : ১৫৩৪]

হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অনেক বন্ধুবান্ধবের জন্য নাম ধরে দুআ করতেন। [মিনহাজুল ক্বাসিদীন : পৃ. ৯৬ (ইবনে কুদামাহ আল-মাক্বদিসি)]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যুষে তার ছয়জন সঙ্গীর জন্য দুআ করতেন। [প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬]

হজরত মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বলেন—

এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর খোঁজ কোথায় পাবে ? তোমার পরিবার-পরিজন তোমার রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগ করে আমোদ করছে। অথচ সে শূন্য হাতে তোমার বিচ্ছেদ বেদনা সইছে। তোমার কর্মফল নিয়ে ভাবছে। রাতের অন্ধকারে তোমার জন্য দুআ করছে। আর তুমি তখন শুয়ে আছ মৃত্তিকা তলে। [ওয়াসা-য়ার রাসূল : ২/১১৩ (শাইখ সাইদ আবু আযীয)]

জনৈক মনীষী বলেছেন—

মৃতদের জন্য জীবিতদের দুআ হচ্ছে উপহার স্বরূপ। তারা দুআ পেয়ে আনন্দিত হয় যেমন আনন্দিত হয় জীবিতরা উপহার পেয়ে।

ভ্রাতৃত্বের শিষ্টাচার

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হও

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إتَّق الله حيْث ما كنْت، وأتبع السَّيئة الْحسنة، وخالق النَّاس بخلقٍ حسنٍ

> ‘তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। মন্দ কাজ করে ফেললে (প্রতিকার স্বরূপ) ভালো কাজ করে ফেলো। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।’ [সুনানে আবু দাউদ : ৪৫৮৩; জামে তিরমীযি : ১৯৮৭]

সঙ্গীদের দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখো

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة

من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة

> 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।' [সহীহ বুখারি-২৪৪২, সহীহ মুসলিম-২৫৮০]

সবক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা বজায় রাখো

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها :إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

> 'ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দেওয়া। সর্বনিম্ন শাখা, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।' [সহীহ বুখারি-৯, সহীহ মুসলিম-৩৫]

হাস্যোজ্জ্বল থাকো

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة

> 'হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করা তোমার জন্য সদাকাস্বরূপ।' [তিরমীযি-১৯৫৬]

ওয়াদার খেলাফ করো না

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

> 'মুনাফিকের আলামাত তিনটি : যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। আমানাত রাখলে খেয়ানাাত করে।' [সহীহ বুখারি : ৩৩; সহীহ মুসলিম : ৫৯]

তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করো—

হজরত আমর ইবনে দিনার রহিমাহুল্লাহ কয়েকজন সাহাবি হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا

> 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ওই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে কোন মুসলমানকে খুশি করা, অথবা তার কোন কষ্ট দূর করা। তার ঋণ আদায় করে দেওয়া। তার ক্ষুধা দূর করা।' [কাদ্বাউল হাওয়াইজ, ইবনু আবুদ দুনইয়া : পৃ. ৩৬; ত্বাবারানি কাবীর]

তাদের সাথে দেখা করো, খোঁজ খবর নাও

হজরত মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتصادقين في، وحقت محبتي للمتزاورين في

> ‘যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদেরকে আমি ভালোবাসি। আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে উপহার দেয়, তাদেরকে আমি ভালোবাসি। আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা পরস্পরকে সত্যায়ন করে, তাদেরকে আমি ভালোবাসি। এবং যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে, তাদেরকে আমি ভালোবাসি।’ [মুসনাদে আহমদ : ২১৫৫৯]

অগোচরে তাদের দোষ বলো না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

> ‘তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে (গীবত করে) মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে, (না) বরং তা তো তোমরা অপছন্দই করবে।’ [সূরা হুজুরাত : ১২]

তাদের অনুপস্থিতিতে দুআ করো

হজরত সাফওয়ান ইবনু আব্‌দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার শামে গেলাম। উপস্থিত হলাম আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বাড়িতে। কিন্তু তাকে পেলাম না। তার মা আমাকে বললেন, তুমি কি এ বছর হজ করবে ? বললাম, জি। তিনি বললেন, তাহলে আমাদের জন্য কল্যাণের দুআ করো। কেননা

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير:قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل

'নিশ্চয় যখন কোন মুসলিম তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করে, তা কবুল করা হয়। যখন সে তার জন্য কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে তখন তার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন, আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ হবে।' [সহীহ মুসলিম : ২৭৩৩]

তাদের সঙ্গে বিনীত আচরণ করো

إن الله أوصى إلي أن تواضعوا حتى لا يـفجر أحد عـلى أحد، ولا يبغي أحد عـلى أحد

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যেন পরস্পর বিনীত আচরণ করো, কেউ যেন কারো উপর অহংকার প্রদর্শন না করে, যুলুম না করে।' [সহীহ মুসলিম : ২৮৬৫]

তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করো

হজরত তামীম দারি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إنما الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال لله و لرسوله، ولكتابه، وأئمة المسلمين و عامتهم

'দীন হচ্ছে মঙ্গল কামনা করা। সাহাবিগণ বললেন, কার জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন, আল্লাহ,

তার রাসূল, তার কিতাব, মুসলমানদের নেতা এবং সর্বসাধারণের জন্য।' [সহীহ মুসলিম : ৫৫]

তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন থেকো না

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

'কোনো লোকের জন্য বৈধ নয়, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। এমনভাবে যে, দুজন দেখা হলেও একজন এদিকে আরেকজন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে, সেই উত্তম লোক।' [সহীহ বুখারি : ৬০৭৭]

তাদের দোষ বলে বেড়াবে না

হজরত হাম্মাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একদিন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহুর সঙ্গে ছিলাম। কেউ তাকে বলল, অমুক তো ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে ! তখন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি—

لاْ يدْخل الجْنَّة قتَّاتٌ

'পরনিন্দুক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' সহীহ বুখারি : ৬০৫৬

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের উপকারিতা

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের রয়েছে অনেক উপকারিতা। নিশ্চিত সুফল। দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ। তার পবিত্র ও বরকতময় কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হল—

১। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ঈমানের নিদর্শন

কেননা বান্দার ঈমান ততক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে না এবং সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর জন্য ভালো না বাসে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ না করে। হজরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيْمان . من كان الله ورسوله أحبُّ إليْه ممَّا سواْهما وأنَّ المرْء لا يحبُّه إلاَّ لله وأن يكره أن يَّعود في الْكفر بعد أنْ أنْقذه الله منْه كما يكره أن يُّقْذف في النَّار

তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে : এক. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

> অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয়। দুই. কাউকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। তিন. আল্লাহ তায়ালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করে।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أَوْثق عرى الْإيْمان، الحبُّ في الله، والْبغْض في الله

> 'ঈমানের দৃঢ় বন্ধন হল, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা।'

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

من سرَّه أن يَّجد طعْم الإيْمان، فلْيحبَّ المرْءلا يحبُّه إلاَّ لله

> 'যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে চায়, সে যেন মানুষকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে।' [মুসনাদে আহমদ : ২/২৯৮; মুসতাদরাকে হাকীম : ৪/১৬৮; শরহুস সুন্নাহ, বাগাভি : ১৩/৫৩]

কবি বলেন—

وأحبب لحب الله من كان مؤمنا

وأبغض لبغض الله أهل التمرد

وما الديـن إلا الحـب والـبغـض

كذاك البرء من كل غاو معتد

আল্লাহর জন্য মুমিনকে ভালোবাসো।
আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করো খোদাদ্রোহীকে ।
সম্প্রীতি আর শত্রুতা, এই তো দীন।
তেমনি সব ভ্রষ্টমানুষ থেকে দায়মুক্তিও বিবেচ্য।

২। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম

হজরত আবু ইদরিস খাওলানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দামেশকের জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে এক যুবককে পেলাম। যার দাঁতগুলো উজ্জ্বল। তার সঙ্গে থাকা লোকজনকে দেখতে পেলাম কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তার সাথে কথা বলছে। তার সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে। আমি যুবকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। জানতে পারলাম তিনি হজরত মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। পরদিন সকালে মসজিদে গিয়ে দেখি তিনি আমার আগেই সেখানে পৌঁছেছেন এবং সালাত পড়ছেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি সালাত আদায় শেষ করলে সামনের দিক থেকে এসে সালাম দিলাম। বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তিনি বললেন, আল্লাহর জন্যই? আমি বললাম, জি, আল্লাহর জন্যই। তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর জন্যই ? আমি আবারও বললাম, জি, আল্লাহর জন্যই।

এবার তিনি আমার চাদরের প্রান্ত ধরে তার কাছে টেনে নিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، و المتباذلين في

> 'যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে, আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে উপহার দেয়, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' [মুসনাদে আহমদ : ৫/২৩২; মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২/৯৫৩]

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته

> 'এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার গ্রামে গেল। আল্লাহ তার পথে একজন ফেরেশতাকে মোতায়েন করলেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? সে বলল, এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। ফেরেশতা বললেন, আপনার ওপর কি তার কোন অনুগ্রহ আছে, যার কারণে আপনি যাচ্ছেন ? সে বলল, না, তাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর দূতরূপে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যেমন ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহও তদ্রুপ আপনাকে ভালোবাসেন।' [সহীহ মুসলিম : ২৫৬৭]

৩। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব আরশের ছায়া লাভের উপায়

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব কিয়ামাতের দিন আরশের ছায়া লাভের উপায় হবে। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إن الله تبارك وتعالى يقول أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي

'আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত দিবসে বলবেন, সেই সমস্ত মানুষ কোথায়, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসতো ? আজ আমি তাদেরকে (আমার আরশের) ছায়াতলে জায়গা দান করব। যে দিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই। [সহীহ মুসলিম : ২৫৬৬]

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان (تحابا في الله، إجتمعا عليه وتفرقا عليه

'যে দিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিজের আরশের ছায়ায় জায়গা দান করবেন।

সাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে নবিজি ওই দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। একত্র হয় আল্লাহর জন্য, পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য।' [সহীহ বুখারি : ৬৬০]

তাই প্রিয় বন্ধু ! আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, মুসলমানদের মাঝে

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার মনোভাব গড়ে তোলে–এমনসব গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। নয় তো কল্যাণ, পুণ্য ও আল্লাহভীতি অর্জনের পথে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব নয়। যখন আমরা হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের মাঝে কর্মগত ও বিশ্বাসগতভাবে সমন্বয় সাধন করব, যেমনটি করেছিলেন প্রিয় নবিজির সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম, তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণ ও অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নিবেন। দূর হবে একাকীত্ব ও নির্জনতা। দূর হবে বিষণ্নতা, বিভেদ ও মতানৈক্য। সবাই সুখী হবে। শান্তি পাবে। সমৃদ্ধি ঘটবে মুসলিম সমাজের।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরে তিনি তার ভালোবাসা ঢেলে দেন। তার আনুগত্যের ভিত্তিতে আমাদের একাত্ম করেন। আল্লাহ তাআলাই এ ব্যাপারে একমাত্র অভিভাবক, পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اللّٰهُمَّ اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم

وصل اللّٰهُمَّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و سلم

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। হৃদ্যতা ও ভালোবাসা। আমাদের যাপিত জীবনের চেনা কিছু শব্দ। পরিচিত কিছু বন্ধন। যে বন্ধনগুলো মিলে গড়ে ওঠেছে জীবনের বলয়। এর মাঝেই ফিরছি অহর্নিশ। চেতনে অবচেতনে গড়ে ওঠছে আমাদের বন্ধুত্ব। গড়ে ওঠছে হৃদ্যতা। ভালোবাসা। সজ্জন-কুজন-সবার সঙ্গে। ফলে যা হবার, হচ্ছে তাই। ভাগ্যচক্রে দ্বীপান্বিত হচ্ছে কারো চেতনালোক, কেউবা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে। ভ্রান্তির সাগরে।

জীবনে চলার পথে নানাজনের সাথে পরিচয় হয়। কারো সাথে পরিচয় ক্ষণিকের আবার কারো সাথে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। মানুষের মেধা-মনন, চিন্তা-চেতনা, বোধ-উপলব্ধি বিনির্মাণে রয়েছে পরিচয় ও বন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই ইসলাম এ ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ইসলামের আছে কিছু নীতিমালা। আছে কিছু দিকনির্দেশনা। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে সাহাবি ও মণীষীদের জীবনের মুগ্ধকর বহু ছবি ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। যাদের পথনির্দেশের আলোকবর্তিকা আমাদের চলার পথকে করবে মসৃণ ও কুসুমাস্তীর্ন। এসব নিয়েই দ্যা বন্ড অফ ফেইথ। বইটি পাঠকের সামনে একজন মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুসজ্জিত রূপ তুলে ধরবে-এই আমাদের বিশ্বাস।